মোকাবিলা

[সামাজিক নাটক]

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯ রামানন্দ চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

নিবেদন

শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে অনেক সময় প্রশ্ন ক'রে থাকেন আমি উপন্যাস লিখিনে কেন? কেন লিখিনে, উত্তর দেওয়া কঠিন। নাটক লিখতে ভালো লাগে, তাই লিখি। উপন্যাস পড়ে ভালো লাগে; কিন্তু সৃষ্টির আনন্দ পাই নাটক রচনায়। আমার চেনা লোকগুলো নাটকের সংলাপের মধ্যে যেমন সহজেই মূর্ত হয়ে ওঠে, উপন্যাসের বর্ণনায় তারা ঠিক তেমন ভাবে ধরা দেবে কিনা বলতে পারিনে। দু'একবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু উপন্যাস লিখতে গিয়ে শেষপর্যন্ত নাটকই রচনা ক'রে বসেছি।

বাংলা দেশে নাটকের পাঠক কম। দোষ কেবল পাঠকসমাজের নয়, আমাদের দেশের নাট্যকাররাও এজন্যে অংশত দায়ী। পেশাদার মঞ্চাধ্যক্ষদের মনস্তুষ্টির জন্যে আমাদের দেশের শক্তিশালী নাট্যকারগণ যতটা চমক সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, সামাজিক সত্যকে অবিকৃত ভাবে রূপ দেবার জন্যে ততখানি আগ্রহ দেখাননি। অথচ বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা ক্রমোন্নত হয়ে আজ সমাজবাদী বাস্তবের পথে পা বাড়িয়েছে। বাংলা নাট্যসাহিত্য এই বিবর্তনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে আসতে পারেনি বলেই নাট্যশালার বাইরে সাধারণ পাঠকসমাজ নাট্যসাহিত্যের প্রতি উদাসীন। এজন্যে পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত নাটক ছাড়া অন্য নাটক প্রকাশে প্রকাশকগণও কুণ্ঠিত।

নাটকের চরম সার্থকতা অভিনয়ে, কিন্তু ভালো নাটক পাঠেও যে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায় একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই; না হ'লে বিদেশী ভালো নাটকগুলো আমাদের দেশের পাঠকরা

পড়েন কেন? এই বিশ্বাসেই আমি নাটক রচনায় হাত দিই। এদিক দিয়ে আমি নিরাশও হইনি। পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত না হয়েও আমার নাটকগুলো জনসমাদর লাভ করেচে। তার জন্যে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

অবশেষে 'মোকাবিলা' অভিনয় সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলবো। যাঁরা দৃশ্যপটাদির অভাবে কেবল পর্দায় অভিনয় করবেন তাঁরা এধরণের প্রতীক ব্যবহার করতে পারেন: বিশ্বনাথের বাড়ির দৃশ্যে পটভূমির নীল পর্দায় দড়িতে টাঙ্গানো একখানি ময়লা ছেঁড়া শাড়ি; কালীনাথের বৈঠকখানায় বড় সোনালি রংএর একটি অশোক-চক্র এবং তার বাগানবাড়িতে একটি অর্ধনগ্ন নারীর প্রতিকৃতি ও তার টেবিলে দু'একটি পানপাত্র। ইতি

গ্রন্থকার

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৫০

চরিত্র-পরিচয়

বিশ্বনাথ—নিম্নমধ্যবিত্ত কেরাণী। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়।

সত্যজিত—বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বয়েস চব্বিশ।

মনোজিত—বিশ্বনাথের মধ্যম পুত্র। বয়েস কুড়ি।

দীপক—বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। বয়েস ন'দশ।

কালীনাথ—ব্যবসায়ী। বয়েস পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ।

সমরেশ—সত্যজিতের বন্ধু। বয়েস পঁচিশ।

সুভদ্রা—বিশ্বনাথের স্ত্রী। বয়েস পঁয়তাল্লিশ।

আরতি—বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বয়েস বাইশ।

কণিকা—বিশ্বনাথের কনিষ্ঠা কন্যা। বয়েস আঠার।

পুষ্প—কালীনাথের স্ত্রী। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি।

এছাড়া আছে

মারোয়াড়ী, চাকর, যুবক, চাপরাসী, গোয়েন্দা অফিসার, পুলিশ অফিসার, সশস্ত্র কনেস্টবলগণ।

"The writer must, naturally, make a living in order to exist and write, but he must not exist and write in order to make a living................"

KARL MARX

মোকাবিলা

প্রথম দৃশ্য

[দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার। ছোট ছেলে দীপক না খেয়ে স্কুলে যাচ্ছিল, বয়েস ন'দশ বছর। শুভদ্রা তাকে সদর দরজার কাছ থেকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। ঘরে সামান্য আসবাবপত্র। দেখেই বোঝা যায়, ঘরখানি শোবার এবং বসবার দু'হিসেবেই ব্যবহৃত হয়]

সুভদ্রা। না খেয়ে গেলে ভালো হবে না বলচি, খেয়ে ইস্কুলে যা।

দীপক। না, আমি খাবো না। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমার হাত।

সুভদ্রা। খাবিনে তো এই পিণ্ডি সেদ্ধ করা কার জন্যে! ঘুম থেকে উঠে দু'দণ্ড বসবার উপায় নেই, আপিষ আর ইস্কুলের ভাতের তাড়া। তার মধ্যে একেক জনের কি বায়না···

[দীপক মায়ের হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করে]

যাবে? আজ যদি না খেয়ে যাও হতভাগা, তা হ'লে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন···

[অন্তরাল থেকে বড় বোন আরতি ডাকে]

আরতি। [কোমল কণ্ঠে] দীপু, ভাত বেড়েচি। খেয়ে যাও লক্ষ্মী ভাইটি আমার।

সুভদ্রা। দিদি ডাকচে, খেতে যা।

দীপক। না, খাবো না।

সুভদ্রা। খাবে না···হতচ্ছাড়া কোথাকার···

[সুভদ্রা রেগে গিয়ে দীপকের পিঠে এক চড় বসিয়ে দেয়। দীপক পালিয়ে যাবার সময় নখ দিয়ে মায়ের হাতটা আঁচড়ে দিয়ে যায়]

উ—হুঁ-হুঁ-হুঁ! দস্যির কাণ্ড ছাখো, বেড়ালের মত নখ দিয়ে হাতটা আঁচড়ে দিয়ে গেল।...হবে না! দস্যির ঘরে দস্যিই তো হবে। সারাটা জীবন আমার হাড় জ্বালিয়ে খেলে...তার ঘরে আবার ভালো আসবে কোত্থেকে...

[আরতির প্রবেশ]

ছাখো, ছাখো, তোমার গুণমন্ত ভায়ের কাণ্ড ছাখো। এতো করে তোমাদের বলি, আস্কারা দিও না ওকে...দেখো না, ও কি হয়ে দাঁড়ায়!...উঃ! একেবারে মাংস তুলে নিয়ে গেছে গা। আসুক না ও আজ বাড়ি...ওর হাতপা ভেঙ্গে ওকে আমি ঠুঁটো জগন্নাথ না করেচি তো কি বলেচি।

আরতি। জানোই তো ও দুর্দান্ত...মিষ্টি কথা না বললে কি ওকে শান্ত করা যায়।

সুভদ্রা। তোর কাছে এখন শিখবো কি করে ছেলে মানুষ করতে হয়; তোদের মানুষ করেচে কে!

আরতি। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান মা?

সুভদ্রা। থাক, আর উপদেশ দিতে হবে না। হবেই তো, দিনরাত যদি ঝিপাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশে, ভালো হবে কি করে!

আরতি। [চাপা গলায়] ঝি কাজ কচ্ছে মা, শুনতে পাবে।

সুভদ্রা। শুনুক, তাকে তো আর বলচিনে। ওদের কি, লেখাপড়া না শেখে কারখানায় কাজ করে খাবে; কিন্তু ভদ্রঘরের ছেলে, লেখাপড়া না শিখলে চলবে কি করে? খানসামাগিরি করে তো আর খাওয়া চলবে না।

আরতি। দিনকালের যা অবস্থা পড়েচে, লেখাপড়া শিখেও তাই করতে হবে মা।

[আরতির প্রস্থান]

সুভদ্রা। ঘরে সবাই আমার মুরুব্বি—কাউকে কোন কথা বলে সারবার উপায় নেই। আমার বরাতই মন্দ, না হলে অমন বাপের মেয়ে আমি এ ঘরে পড়বো কেন!

[বিশ্বনাথবাবুর প্রবেশ। স্নান সেরে একখানা ভিজে কাপড় ও গামছা নিয়ে সে এসেচে।]

বিশ্বনাথ। বয়েস থাকলে আর একবার চেষ্টা করে দেখতে পারতে।

সুভদ্রা। তোমায় তো কিছুতেই পায় না, কাজেই রসিকতা করতেও আটকায় না।...ছাখো, ছাখো তো আমার হাতটার অবস্থা কি করে গেছে...এমন দস্যি ছেলে যমও দেখে না, দেখলে হাড় জুড়োতো।

বিশ্বনাথ। কুরুক্ষেত্র বাড়িতে লেগেই আছে।

সুভদ্রা। না, লাগবে না; বড়লোক কি না—সরস্বতী পুজোয় ইস্কুলে একটাকা চাঁদা না দিলে চলবে না! কাঙালের ছেলে কেষ্টচন্দর।

বিশ্বনাথ। তা ইস্কুলে পড়াতে গেলে দিতে হবেই।

সুভদ্রা। দিতে হবেই; কিন্তু দিই কোথেকে! মাসের শেষ, সব তো বাড়ন্ত, দুটো রেশন বাকি—চালাই কি করে! বললাম চারআনা নিয়ে যা, এবার এই দিগে! তা চারআনা পয়সা ছুড়ে ফেলে দিলে!

বিশ্বনাথ। ইস্কুলে যদি না নেয় কি করবে।

সুভদ্রা। নেবে না মানে! জোর নাকি? যার যেমন সাধ্যি তাই সে দেবে। তা নয়, ছেলের আমার এখন থেকেই বড়লোকী মেজাজ।

বিশ্বনাথ। তা বড়ঘরের দৌহিত্র।

সুভদ্রা। ছাখো, খোঁটা দিয়ে কথা বলো না; বড়লোক না হ'লেও তোমার মতো দীনদরিদ্র নয়। মরা হাতী লাখ টাকা।

বিশ্বনাথ। তা তোমার বাবা একটা লক্ষপতি দেখে দিলেই পারতেন।

সুভদ্রা। তাহলে তোমার এখানে এসে এই সুখভোগ করতো কে?

বিশ্বনাথ। পঁচিশ বছর ধরে এ সংসারে এসেও মুখ ঘুরিয়ে আছ

পিত্রালয়ের দিকেই; অথচ সেখান থেকে শিকে ছিঁড়ে পড়লো না কিছুই।...তোমার সেই দারোগার হাতে পড়াই ছিল ভালো।

সুভদ্রা। অন্তত ভাত-কাপড়ে তো কষ্ট পেতেম না।

বিশ্বনাথ। এখানে উপোস করে আছ?

সুভদ্রা। তা নয়তো কি! কত সুখ করেচি তোমার ঘরে এসে আমি। সোনাগয়না, কাপড়চোপড়, আমার তো আর বাক্সে ধরে না।

বিশ্বনাথ। [বিদ্রূপের সুরে] দেখি, পারি তো আজ হয়ে আসবোখন সেকরার দোকান।

সুভদ্রা। [স্বামীর মুখের দিকে একবার কটমট করে চায়] হুঁ! [ঝাঁটা নিয়ে দ্রুত ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করে] লজ্জাও করে না!

বিশ্বনাথ। আশ্চর্য! [প্রস্থানোদ্যত]

সুভদ্রা। আশ্চর্যই তো।...সংসার যে কি ভাবে চলে আমিই জানি। মাস গেলে মাইনের কটা টাকা এনে দিয়েই তো খালাস।...এদিক টানি সেদিক হয় না, সেদিক টানি এদিক হয় না। এখন দেখচি আমায় চুরিডাকাতি করতে হবে!

বিশ্বনাথ। বলি কি তোমার আমারই আজ এ অবস্থা, না সবারই?

সুভদ্রা। কিন্তু সবাই তো আর এভাবে নিশ্চিন্তে বসে নেই।... কোনো দিকে যদি একটু চেষ্টা থাকতো! পারতে না, পারতে না একটা ছেলেকে তুমি আপিষে ঢোকাতে? তাতো করবে না, মান যাবে। লোকের খোশামোদ করবে!

বিশ্বনাথ। খোশামোদ করলেই হয়ে গেল আর কি কত লোকের চাকরি যাচ্ছে।

সুভদ্রা। যাচ্ছে যেমন তেমন হচ্ছেও।

বিশ্বনাথ। হুঁ! হচ্ছে বই কি! ব্যবসা-বাণিজ্য তো গেল। কাজ না থাকলে লোককে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেবে কি না।

শুভদ্রা। তো এখনো কি সেই আগের অবস্থাই চলবে নাকি? দেশ স্বাধীন হ'লে না লোক কাজ পাবে, খাওয়াপরার অভাব হবে না…

বিশ্বনাথ। তা হিমালয় ডিঙোব বললেই তো ডিঙোনো যায় না—সময় লাগে।

শুভদ্রা। ও! সেই জন্যেই বুঝি তোমাদের আপিষ সময় নিচ্ছে? দু'বছরের মধ্যে তো এক পয়সাও মাইনে বাড়লো না।

বিশ্বনাথ। বাড়লেই বা কি হবে…বাজার দর তো রেসের ঘোড়া…

[প্রস্থানোদ্যত। আরতির পুনঃপ্রবেশ]

আরতি। বাবা, আপিষের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথ। ও! হ্যাঁ, কাপড়টা ছাদে মেলে দিয়ে আয় তো।

[ভেজা কাপড়টা আরতিকে দেয়। আরতি সেটা নিয়ে বাইরের দিকে চলে যায়]

পাঁচশো দিন বলেছি, আপিষের সময় বাজে কথা তুলো না। যাবে, একদিন চাকরি যাবে। দেখবো তখন গোষ্ঠীর খাওয়া জোটে কোত্থেকে।

[ভেজা গামছা নিয়ে ভেতরে প্রস্থান। সুভদ্রা ঘর গোছাতে থাকে। দীপক এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়]

সুভদ্রা। কি, ইস্কুল থেকে চলে এলি যে?

দীপক। ইস্কুল আজ হবে না; মাষ্টার মশাইরা ধর্মঘট করেচে।

সুভদ্রা। মাষ্টার মশাইরা ধর্মঘট করেচে! কেন?

দীপক। যে-মাইনে তাঁদের দেওয়া হয় তাতে কি তাঁদের চলে না।

সুভদ্রা। ভালো! ছেলেদের সুশিক্ষেই দেওয়া হচ্ছে। বেশ হয়েচে, ইস্কুল হলো না, মহা আনন্দ। এতদিন করতে তোমরা ধর্মঘট—এবার করবেন মাষ্টার মশাইরা ধর্মঘট। মাস মাস কেবল মাইনের টাকাই গোনা…পড়াশুনো যা হচ্ছে…

দীপক। খেতে না পেলে লোক ধর্মঘট করবে না তো কি!

সুভদ্রা। থাক, আর ডেঁপোমি করতে হবে না। খেতে না পেলে… কে খেতে পায় না-পায়, তুমি তার কি জানো? লোককে যা বলতে শুনবে, বাড়িতে এসে বুড়ো মানুষের মতো তাই বলতে আরম্ভ করবে! …মাকে মারতে যার আটকায় না, তার আবার অতো কথা!

[দীপক মায়ের হাতটা টেনে নিয়ে দেখে]

থাক্। আর আদর করতে হবে না।

দীপক। [অভিমানের সুরে] তা তুমি আমার সঙ্গে অমন করলে কেন?

[মায়ের হাতটা টেনে নিয়ে]

বড্ড লেগেচে, না মা?

[সুভদ্রা খানিকক্ষণ দীপকের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে]

সুভদ্রা। যা, খেতে যা।

[দীপক চলে যায়। বিশ্বনাথ জামা পরে বেরোয়]

না খেয়ে চললে যে বড়?

বিশ্বনাথ। ক'টা বাজে?

সুভদ্রা। এর আগে তুমি আপিষে বেরোও কবে?

বিশ্বনাথ। তাইতো কথা। দশটায় আপিষ থাকলে তো আর এ বাড়িতে ভাত জুটতো না।

সুভদ্রা। না, চাল চিবোতে! যাক, দয়া করে চারটি মুখে দিয়ে যাও তো।

বিশ্বনাথ। আমায় কি এখন নিজহাতে ভাত বেড়ে খেতে হবে!

সুভদ্রা। আ—আঃ! চিরদিনই যেন নিজহাতে ভাত বেড়ে খেয়ে আসচো। কুজো থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে খাবার যোগ্যতা নেই—বড় বড় কথা!

বিশ্বনাথ। না, আমার তো কোন যোগ্যতাই নেই—রোজগার করে সংসার চালাচ্ছ তুমি।

সুভদ্রা। উপযুক্ত সোয়ামীর হাতে পড়েচি, রোজগার না করলে চলবে কেন?

বিশ্বনাথ। ছোটলোকের মতো গলাবাজী করো না।

সুভদ্রা। ছোটলোক তুমি। ছোটলোক না হলে স্ত্রীর সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে!

বিশ্বনাথ। দজ্জাল, দজ্জাল; একটা দজ্জাল স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে আমার জীবনটা গেল।

[প্রস্থানোদ্যত]

সুভদ্রা। লেখাপড়া শিখলে কি হবে, আসলে তুমি একটা চামার···

বিশ্বনাথ। হুঁ হুঁ! চামার···চামার! চামার বলেই না টিকে গেলে। অন্যে হ'লে এতো সহ্য করতো না।···বাপরে, বাপরে, বাপরে বাপ! সারাটা জীবন আমায় জ্বালিয়ে খেলে···হবে, হবে, শাস্তি তোমাদের হবে, আমি যেদিন যেতে পারবো সেদিন তোমাদের শাস্তি হবে··· দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের মর্ম বোঝে না।···ভগবান, আজ যেন আর আমি না ফিরি···পথেই যেন অপঘাতে আমার মৃত্যু হয়··· ওরাও বাঁচুক, আমিও বাঁচি···

[বিড় বিড় করতে করতে প্রস্থান। আরতির পুনঃ প্রবেশ

সুভদ্রা। কি তোর আক্কেল! দেখে গেলি আমি বসে নেই, তাড়াতাড়ি এসে ভাতটা বেড়ে দিতে পারলিনে? না খেয়ে গেল আপিসে। ফিরবে কখন সেই সন্ধ্যেয়—সারাদিন না খেয়ে থাকবে, কিছু কিনেও তো মুখে দেবে না, পয়সা খরচ হবে, সংসার চলবে কি করে।···মরণ, মরণ হয়েচে আমার। পাঁচ ঝামেলায় আর মাথা ঠিক থাকে না; কিন্তু তোমরা যদি তাঁর দুখ্খু না বোঝ তো বুঝবে

কে ? ···বুঝবে, বুঝবে, বটের ছায়ায় আছ কিনা, যেদিন অভাব হবে সেদিন বুঝবে।

[সুভদ্রার প্রস্থান। আরতি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে। দরজায় গাড়ীর ভোঁ শব্দ। গাড়ী থামলো। খদ্দর পরিহিত কালীনাথবাবু ও তার স্ত্রী পুষ্পলতার প্রবেশ। পুষ্পলতার বয়েস প্রায় চল্লিশ। গায়ে বিস্তর গয়না, পরনে দামী শাড়ি। আধুনিকা সাজবার চেষ্টা আছে ; কিন্তু হাল ফ্যাশানে শাড়ি পরতে সে এখনো অপটু]

পুষ্প। তোমার মা কোথা আরতি ?

আরতি। পাশের ঘরে। আপনারা বসুন।

পুষ্প। [কালীবাবুকে] তুমি বসো।

[পুষ্প ও আরতি চলে যায়। কালীবাবু একখানি চেয়ারে বসে ও একটি সিগারেট ধরায়। সুভদ্রা ও পুষ্প হাসতে হাসতে প্রবেশ করে]

সুভদ্রা। তবু ভালো, গরীব দিদির কথা এতদিনে মনে পড়লো। [কালীনাথকে] তারপর ঠাকুরপো, কেমন আছেন ?

কালীনাথ। [নমস্কার করে] ভালো। আপনি ?

সুভদ্রা। আছি একরকম। আপনারা তো আমাদের কথা ভুলেই গেছেন।

পুষ্প। তোমার কথা সব সময়ই মনে পড়ে দিদি। কিন্তু আসি কাকে নিয়ে। কতদিন এই লোকটিকে বলেচি, চলো, সুভদ্রাদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। তা ওঁর কি আর আসবার সময় হয়। চব্বিশ ঘণ্টা কেবল ব্যবসা, ব্যবসা আর ব্যবসা। ঘেন্না ধরে গেছে দিদি।

সুভদ্রা। কিন্তু তোমার প্রতি ঠাকুরপোর ঘেন্না হয়নি তো ?

পুষ্প। কি জানি, পুরুষ জাতকে বিশ্বাস করতে আছে নাকি দিদি।

[স্বামীর দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে]

সুভদ্রা। [পুষ্পর গয়নাগুলি নেড়েচেড়ে দেখে] হালে গড়িয়েচ ?

পুষ্প। হাঁ দিদি। কেমন হয়েচে?

সুভদ্রা। সুন্দর মানিয়েচে তোমায়। নতুন ডিজাইনের।

পুষ্প। এই সেকরাটা খুব ভাল কাজ করে দিদি। তাছাড়া লোকটা বিশ্বাসীও। তোমার কিছু গড়াবার থাকে, আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও। মজুরী একবারে না দিলেও চলবে…আস্তে আস্তে দেবে।

সুভদ্রা। না ভাই, দিনকালের যা অবস্থা, গয়না গড়াবো কোত্থেকে।

পুষ্প। গয়না আমারও ভালো লাগে না দিদি। তবে ইনি নাছোড়-বান্দা। না পরলে রাগ করেন। না হ'লে গয়না পরবার বয়েস কি আর আছে দিদি?

কালীনাথ। পরের ওপর খুব দোষ চাপানো হচ্ছে। [হাসি]

পুষ্প। তা ছাড়া কি! সেদিন দোকানে গেলুম দিদি…বললুম পনেরো বিশ টাকা দিয়ে একখানা সাধারণ তাঁতের কাপড় কিনে দাও। তা না, আশী টাকা দিয়ে এই সিল্কের শাড়ি। বলো তো দিদি, সিল্কের শাড়ি পরে ক' জায়গায় বেরোনো যায়?

সুভদ্রা। তা ভগবান দিয়েচেন পরবে না কেন?

পুষ্প। অবিশ্যি পাঁচ জায়গায় যেতে হয় এটাও ঠিক। এমন লোকের পাল্লায় পড়েচি দিদি, আমায় একেবারে হায়রান করে ছাড়লো। [কালীবাবুর দিকে চেয়ে একটু হেসে নিয়ে] আচ্ছা বলো তো, মন্ত্রীরা আসবেন, সাহেবসুবারা আসবেন, তাদের টী-পার্টি দেওয়া হবে— আমি সেখানে গিয়ে কি করি! …না তবু যেতে হবে। …বায়না, যেতেই হয়।

সুভদ্রা। তোমার বরাত ভালো পুষ্প। মনে করো তো, কি অবস্থায় এখানে ছিলে। ঠাকুরপো কত কষ্ট করে সংসার চালাতেন। তারপর যুদ্ধের সময় নানা রকম ফিকিরফন্দি করে নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েচেন।

কালীনাথ। কত কষ্ট করতে হয়েচে জানেন তো বৌদি।

সুভদ্রা। তা জানি বই কি। হয়, চেষ্টা থাকলেই হয়। কথায়ই বলে, উদ্যোগী পুরুষ সিংহ। যুদ্ধের সময় ওঁকে কত বললাম, গয়না দিয়ে আমার কি হবে, এগুলো বেচে না হয় বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা আনো, ব্যবসা করো।...না, উনি লোকের সঙ্গে ছলচাতুরী করবেন... চোরা কারবার করবেন। বললে আমায় আরো খেতে উঠতো।... চাকরি করে কে কবে বড়লোক হয়েচে বলুন তো?

কালীনাথ। না, মাইনের টাকা দিয়ে অবশ্যি কিছুই হয়না, তবে উপুরি-টুপুরি থাকলে।

সুভদ্রা। ছাই—সেদিকে কি ওর খেয়াল আছে। বলে, নুনভাত খাবো তবু সৎপথে থাকবো।.........আচ্ছা, তোমরা একটু বসো পুষ্প, আমি আসচি।

[সুভদ্রার প্রস্থান]

কালীনাথ। চলো, এবার ওঠা যাক।

পুষ্প। কোথাও এলেই তোমার খালি যাই যাই ভাব।

[সুভদ্রা ও দীপকের প্রবেশ]

কালীনাথ। কিরে দীপু, কেমন আছিস? চিনতে পারিস?

[দীপক সলজ্জভাবে তাকায়]

সুভদ্রা। [দীপককে] কালীকাকা। পাশের ঘরে থাকতো। কত খেলনা কিনে দিয়েচে তোকে......

কালীনাথ। ছেলে মানুষ, মনে নেই। আমরা যখন এই বাড়ি ছেড়ে যাই তখন ওর বয়েস আর কত ছিল—দুবছর কি আড়াই বছর।

সুভদ্রা। ঐ রকমই হবে। [দীপককে] যা, চট করে ফিরিস। ...মস্ত বড় বাড়ি নাকি কিনেচেন?

কালীনাথ। না, তেমন বড় নয়, মাঝারি ধরণের।

সুভদ্রা। কত টাকা লাগলো?

কালীনাথ। তা আর বলেন কেন? আশী হাজার। যুদ্ধের আগে দাম পনের হাজার টাকাও হতো কিনা সন্দেহ।

[সুভদ্রার মুখখানি একটু বিমর্ষ হয়ে যায়]

পুষ্প। বাড়ি দেখতে তো একদিন গেলেও না দিদি?

সুভদ্রা। [জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে] যাবো, ব্যস্ত কেন? তোমরা বাড়ি করেচ, দেখতে যাবো বৈ কি!

কালীনাথ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবেন একদিন।

সুভদ্রা। যাবো, যাবো, সময় পেলেই যাবো! অবসর কৈ আমার। তা ছাড়া মনও ভালো নেই, কোথাও বেরুইনে।...একটা মানুষের ওপর সংসারের সমস্ত চাপ। বয়েসও তো হলো ওঁর।...তা ঠাকুরপো, আপনার সঙ্গে তো অনেক বড়লোকের ভাব—শুনেচি মন্ত্রীরাও আপনার কথা শোনেন—আমার মেজো ছেলে মনোজকে কোথাও ঢুকিয়ে দিন না।

কালীনাথ। সতু কি কচ্ছে?

সুভদ্রা। তার কথা ছেড়ে দিন। চাকরি করবে না...শুনচি সিনেমায় ঢুকবে। মেজোটাই ছিল পড়াশুনোয় ভাল। কিন্তু পড়াখরচ আর চালাতে পারলাম কই? ট্রাম কোম্পানীতে ঢুকেচে, কিন্তু সেটা কি একটা চাকরি। আপনি যদি কোথাও একটু বলেকয়ে ওকে...

কালীনাথ। [হেসে] দেখুন বৌদি, বড় লোকের সঙ্গে খাতির শুধু মৌখিক। আর মন্ত্রীদের কথা বলচেন? সে এককালে এক সঙ্গে কংগ্রেস করতুম তার জন্যে দেখা হ'লে হেসে কথা বলেন, এর বেশি কিছু নয়।...তবে সতু যেন একবার আমার কাছে যায়। একটা সিনেমা কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েচি। দেখবো চেষ্টা করে, যদি কোন সুবিধে করে দিতে পারি।

সুভদ্রা। আচ্ছা বলবো—যদি যায়।

কালীনাথ। কণা কোথা বৌদি? দেখতে পাচ্ছিনে?

সুভদ্রা। সকালবেলা নাকি কোন্ একটা সিনেমায় চ্যারিটি শো আছে, সতুর সঙ্গে দেখতে গিয়েচে।

কালীনাথ। ও! কণা এখনো অভিনয় করে নাকি?

সুভদ্রা। না, বড় হয়েচে, তবে ওর খুবই সখ অভিনয় করার। আমিই দিইনে, বোঝেন তো···

কালীনাথ। ইস্কুলে বেশ অভিনয় করতো কিন্তু ও। আমার এত ভালো লাগতো।

সুভদ্রা। আমার কাছে তো কিছু বলে না। সতুর কাছে বলে, ওর নাকি সিনেমায় নাবতে ইচ্ছে করে।

কালীনাথ। তা আজকাল তো ভদ্রঘরের মেয়েরা সিনেমায় নাবচে···

পুষ্প। [শাসনের সুরে] আঃ! চুপ করো তো। তা বলে কণা যাবে সিনেমায় নাবতে!

[কালীনাথ অপ্রস্তুত হযে যায। দীপক একটা ঠোঙ্গায় খাবার নিযে প্রবেশ করে]

সুভদ্রা। যা, দিদির হাতে নিয়ে দে।

[দীপক চলে যায়

তারপর মেয়ে দুটোও বড় হলো। কি দিয়ে যে কি করে উঠবেন।

কালীনাথ। আরতির বিয়ের প্রস্তাব-টোস্তাব আসচে নাকি?

সুভদ্রা। আসচে তো জায়গা জায়গা থেকে। তবে ছেলে পছন্দ হয় তো টাকায় কুলোয় না, আবার টাকায় কুলোয় তো ছেলে পছন্দ হয় না।

কালীনাথ। ওর বিয়ের টাকা তো দাদা রেখেছেনই আমার ব্যাঙ্কে।

সুভদ্রা। ঐ তিন হাজার টাকাই তো সম্বল। আজকালকার দিনে তিন হাজার টাকা কি বলুন তো।

[আরতি প্লেটে করে খাবার ও জলের গ্লাস নিয়ে প্রবেশ করে এবং টেবিলে কালীনাথের সামনে রেখে চলে যায়]

কালীনাথ। এসব আবার কি !

পুষ্প। দিদির পাগলামী।

সুভদ্রা। এতদিন বাদে এলেন, একটু মিষ্টিমুখ করবেন না ! আর যা দাম, মানুষের সামনে দেবার মত কি কিছু আছে......

[আরেক প্লেট খাবার ও জল নিয়ে আরতি প্রবেশ করে এবং পুষ্পকে দিতে যায়]

পুষ্প। উঁহু ! আমি তো এসব কিছু খাবো না দিদি। দোকানের মিষ্টি খেলে......

সুভদ্রা। কিচ্ছু হবে না পুষ্প, এমন আর কি ?

পুষ্প। না দিদি, মাপ করো, এসব আমার সহ্য হয় না।

সুভদ্রা। একটা সন্দেশ খাও।

[পুষ্প একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে মুখে দেয় এবং জলপান করে। আরতি প্লেটটা নিয়ে চলে যায়]

এ কি ঠাকুর পো ! আপনিও সব ফেলে রাখলেন ! তাহলে আনালাম কার জন্যে ?

কালীনাথ। খেলুম তো। এগুলো দীপুকে দিয়ে দিন।

পুষ্প। [কালীনাথকে] তা হ'লে ওঠো এবার। আচ্ছা দিদি, এবার আসি। অনেকদিন পরে দেখা হলো...কি যে আনন্দ পেলুম। তুমি একদিন যেয়ো কিন্তু......

সুভদ্রা। যাবো, যাবো। তোমাদের দেখে খুবই খুশি হলাম—আরও খুশি হতাম যদি তোমার কোলে ছেলেমেয়ে যা হোক একটা কিছু দেখতাম।

পুষ্প। [আক্ষেপের সুরে] পূর্ব জন্মের তপস্যা দিদি।

সুভদ্রা। তাইতো। ভগবান তো সব আশা পূর্ণ করেন না। তবে

না হয়ে একদিকে ভালো আছ। লোকে সন্তান সন্তান করে—কিন্তু সন্তান দিয়ে সুখী হয ক'জন।

[পুষ্প সুভদ্রাব পায়ের ধুলো নেয। কালীনাথ গড কবতে গেলে সুভদ্রা বাধা দেয়]

সুভদ্রা। থাক্, থাক্।

[আরতির পুনঃপ্রবেশ]

পুষ্প। আরতি, মাকে নিয়ে একদিন আমাদেব বাডি যেয়ো। আচ্ছা, আসি দিদি।

সুভদ্রা। এসো।

[পুষ্প ও কালীনাথ চলে যায। বাইরে মোটরের স্টার্ট ও ভেঁা শব্দ শোনা যায়]

সুভদ্রা। খামকাই পযসা খবচ কবা হলো। খেলে না তো কিছুই। দেড়টা টাকা, থাকলে কাল বাজাব চলে যেতো।

[আরতি খাবাব প্লেটে গ্লাসেব জল ঢেলে দেয]

সুভদ্রা। খাবাবগুলো নষ্ট কবে লাভ কি! দীপুকে দে, খেয়ে ফেলবেখন।

আরতি। থাক্, উচ্ছিষ্ট না খেলেও চলবে।

[প্লেট ও জলের গ্লাস নিয়ে আবতি চলে যায। সুভদ্রা বিস্মিত হযে তার দিকে চেযে থাকে। সত্যজিত, সমরেশ ও কণিকা প্রবেশ করে]

সমরেশ। একটা Fi st g ade production সন্দেহ নেই।

সুভদ্রা। আব একটু আগে এলেই কালীবাবুব সঙ্গে তোদেব দেখা হতো। এইমাত্র গেল।

কণিকা। [ব্যগ্র কণ্ঠে] কালীকা' একাই এয়েছিলেন নাকি?

সুভদ্রা। না, পুষ্পও এয়েছিল।

কণিকা। কাকা কিছু বললেন?

সুভদ্রা। অনেকক্ষণ, বসে গল্পসল্প কল্ল। পুষ্পব গা সোনা দিয়ে ঢেকে দিয়েচে। আমাদের মতো তো আর সবার পোড়াকপাল নয়।

[দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুভদ্রার প্রস্থান। সত্যজিত, সমরেশ ও কণিকা চেয়ারে উপবেশন করে]

সমরেশ। কালীবাবু কে?

সত্যজিত। এই বাড়িতেই একখানা ঘরভাড়া নিয়ে ছিল একসময়। তারপর যুদ্ধের বাজারে কিছু পয়সা করেচে।

সমরেশ। Oh! An upstart!

[কণিকা সমরেশের দিকে চায়। আরতির প্রবেশ]

কণিকা। দিদি, তুই গেলিনে দেখতে। এমন ভালো বই—কি বলবো তোকে, চোখ ফেরানো যায় না।

আরতি। ইংরিজী বই আমার ভালো লাগে না। কথাই বুঝতে পারিনে তো ছবি দেখবো কি।

কণিকা। তুই যাসনে তাই; না হ'লে না বোঝবার কি আছে?

আরতি। তুই আজকের ছবি দেখে সব বুঝতে পেরেছিস?

কণিকা। তা অনেকটাই পেরেচি; যা পারিনি, সমরদা আসবার সময় পথে বুঝিয়ে দিলেন।

আরতি। [হেসে] ও! পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

[আরতি একটা সেলাইয়ের জিনিষ নিয়ে চলে যাবে]

সমরেশ। হো হো হো! [উচ্চহাসি] কেমন, দিদির কাছে খুব জব্দ তো?

[সমরেশ আরতির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সে প্রসন্ন হয়েচে কিনা। আরতি কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য দেখিয়ে চলে যায়]

আচ্ছা সত্য, সত্যি আজ ছবিটা তোমার ভাল লাগেনি?

সত্যজিত। মন্দ নয়।

সমরেশ। মন্দ নয় মানে! I 's a marvellous picture। দেখলে, কিভাবে Labour problem দেখানো হয়েচে! Whole বইটাই Economic background এ লেখা, অথচ কোথাও Propaganda নেই।

সত্যজিত। আছে, অত্যন্ত Subtle ভাবে।

সমরেশ। কোন্ জায়গায় ?

সত্যজিত। শেষ পর্যন্ত দেখানো হলো Class collaboration।

সমরেশ। কেন, শ্রমিকদেরই তো Moral victory হলো! মালিক তাদের সঙ্গে আপোস করতে বাধ্য হলেন।

সত্যজিত। কিন্তু আজকের দিনে শ্রমিকদের দাবী যে তার চাইতে আরো অনেক বড়। কলকারখানায় ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা স্বত্বটাই তারা তুলে দিতে চায়।

সমরেশ। সে তো কমুনিজম। হলিউড থেকে সে রকম একটা বই বেরিয়ে আসবে, এ তুমি আশাই করতে পারো না।

সত্যজিত। না, সে আশা নিয়ে আমি দেখতেও যাইনি ; গিয়েছিলাম ছবির Treatment আর অভিনয় দেখতে।

সমরেশ। কি রকম Technical perfection দেখলে তো। তা ছাড়া নাম করা আর্টিস্ট কেউ নেই, অথচ সবাই কি চমৎকার অভিনয় করেচে।

সত্যজিত। সেদিক দিয়ে নিখুঁত বললেও চলে। কিন্তু এসব বই অত্যন্ত Prejudice সৃষ্টি করে। জিনিষটাকে কি ভাবে Put করা হয়েচে দেখেচো তো। শ্রমিকদের হাতে ক্ষমতা এলে তাদের মধ্যেও আবার একদল বুদ্ধিমান ব্যক্তি Capitalist হয়ে উঠবে।...Rotten philosophy!

সমরেশ। সে সম্ভাবনা কি নেই ?

সত্যজিত। তা হ'লে Classless society-র কোন মানেই হয় না।... যাকগে সে সব কথা। কণা, ত্যাখ্ তো একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে পারিস কিনা।

[কণিকা চলে যায়]

সমরেশ। তোমার লেখাটার কদ্দূর কি করলে ?

সত্যজিত। না, আর এগুতে পারিনি। চারদিকে যে-রকম Depressed condition···inspiration আসচে না। আর লিখেই বা কি হবে, কাদের জন্যে লিখবো ?

[ট্রাম কণ্ডাক্টরের বেশ পরিহিত মনোজিতের প্রবেশ। তার দিকে সমরেশের অবজ্ঞার দৃষ্টিপাত। মনোজিত একটা আংটায় ক্যাপটা ঝুলিয়ে রেখে ভেতরে চলে যায়]

সমরেশ। ভায়াটি শেষ পর্যন্ত ট্রাম-কণ্ডাক্টরী নিলে কেন ?

সত্যজিত। যাদৃশী ভাবনা যস্য।

কণিকা উইংসের কাছে এসে দাঁড়ায়]

কণিকা। দাদা, শুনে যাও।

সত্যজিত। [কণিকার কাছে যায়। কণিকা চুপে চুপে কি বলে] ও !

[সত্যজিত ও কণিকা ভেতরে চলে যায়। একটা কাপড়ের ব্যাগ হাতে মনোজিতের প্রবেশ। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতে থাকে। সুভদ্রার প্রবেশ]

সুভদ্রা। খেয়েদেয়ে বেরুলে হতো না ?

মনোজিত। না মা, কাজ আছে, এসে খাবো।

সুভদ্রা। বেশি দেরি করিসনে যেন, ভাত তো করকরা হয়ে যাবে।

[সুভদ্রার প্রস্থান। মনোজিত কাপড়ের ব্যাগটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ে। সত্যজিতের কেটলী হাতে প্রবেশ]

সমরেশ। মনোজিত চানও করলো না, খেলেও না, এসেই বেরিয়ে পড়লো ?

সত্যজিত। তার কথা ছেড়ে দাও ; হয়তো ইউনিয়নের কোন কাজ আছে।

সমরেশ। দু'দিন হয়নি চাকরিতে ঢুকেচে, এরিই মধ্যে ইউনিয়ন !

সত্যজিত। দলে পড়লে যা হয়।···আচ্ছা, একটু বসো। চিনি নেই, দোকান থেকে চা আনতে হবে।···

সমরেশ। এতো বেলায় চা নাই বা হোলো।

সত্যজিত। না না, কতক্ষণ লাগবে।

[সত্যজিত কেটলী নিয়ে বেরিয়ে যায়। ভেতর থেকে গানের সুর ভেসে আসে। সমরেশ কান পেতে শোনে। হঠাৎ গানের সুর থেমে যায়। আরতির কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়]

আরতি। [নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে] দীপু, দুষ্টুমি করো না। ভালো চাও তো যেখানকার ছবি সেখানে রেখে দাও।

[দীপক ছুটতে ছুটতে একটা হাতেআঁকা ছবি নিয়ে প্রবেশ করে। আরতি এসে তার হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নেয় এবং তার কান মলে দেয়]

দীপক। [ক্রোধ ও কান্নার মিশ্রিত স্বরে] লোককে দেখতে দেবে না তো ছবি আঁকা কেন ? দেখবে, তোমার সমস্ত ছবি আমি ছিঁড়ে ফেলবো।

আরতি। আর তোর কান দু'টো বুঝি আস্ত থাকবে ?

[দীপক দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেরিয়ে যায়]

সমরেশ। সত্যি তো, ছবি যদি লোকে নাই দেখতে পাবে তো ছবি এঁকে লাভ কি ?…দেখি না ছবিটা।

আরতি। না, এটা দেখাবার মতো নয়।

সমরেশ। শিল্পের গুণাগুণ বিচারের ভারটা অন্যের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল নয় কি ?

আরতি। হ্যাঁ, যদি সেটা শিল্পের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়।

সমরেশ। শিল্পী ও কবিরা স্বভাবতঃই লাজুক।

আরতি। সমালোচকেরা প্রায়ই বাচাল।

সমরেশ। হ্যাঁ, ফুলের সৌরভই ভ্রমরকে বাচাল করে তোলে।

[আরতির মুখ আরক্তিম হয়ে ওঠে। সমরেশের মৃদু হাসি]

কি, আর জবাব দিতে পাচ্ছেন না ? অবশ্যি জবাব শোনবার আগ্রহও আমার নেই। পর্বতের মুখরতা আনে দাহ—তার মৌনতাই মধুর।

[উঠে গিয়ে আরতির সামনে দাঁড়ায়]

আচ্ছা, সেদিন আমাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করলুম, গেলেন না কেন? ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও তো যেতে হয়।

আরতি। ভদ্রতা রক্ষার জন্যে তো কণাই গিয়েছিল।

সমরেশ। তবু…

আরতি। তবু?…

[সমরেশের মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়]

সমরেশ। [অসহায়ভাবে] না না, আমি তা Mean করিনি, তা Mean করিনি। [প্রস্থানোদ্যত]…আঃ…আচ্ছা, যাই। Pardon me…I did'nt mean otherwise……

[বিড় বিড় করতে করতে প্রস্থান। আরতির ঈষৎ হাসি। পর্দা]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কালীনাথবাবুর বাড়ি। আসবাবপত্রে বৈঠকখানাটি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। জানালায় খদ্দরের পর্দা, টেবিলক্লথও খদ্দরের। কালীনাথবাবু কৌচে বসে খবরের কাগজ পড়চে। বিশ্বনাথবাবুর প্রবেশ]

কালীনাথ। আরেঃ! বসুন, বসুন দাদা। তারপর সকালবেলা পায়ের ধুলো?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ, এলাম তোমায় Congratulation জানাতে। বেশ করেচ, বেশ করেচ। তোমার যে সুবুদ্ধি হয়েচে তার জন্যে ধন্যবাদ। এতবড় একটা Concern মারোয়াড়ীর হাতে না গিয়ে যে বাঙ্গালীর হাতে এসেচে এটা আনন্দের কথা বই কি। যেদিন শুনলাম, আমাদের Concern এর Majority share তুমি কিনে নিয়েচ, সেদিন আমার কি আনন্দই যে হলো।

কালীনাথ। হাঁ, দেখলুম European concern, management ভালো ; তাছাড়া ওদের সঙ্গে একত্র Business করায় সুখ আছে— শত হলেও ব্যবসায়ী জাত তো।

বিশ্বনাথ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমাদের মতো ওদের ছোট মন নয়। গুণ না থাকলে কি এমনিই দু'শো বছর আমাদের শাসন করতে পেরেচে।

কালীনাথ। ওদের কাছে এখনো আমাদের ঢের শেখবার আছে, কি বলেন ?

বিশ্বনাথ। আছে বই কি। আমরা তো এখনো অন্ধকারে আছি বললেই চলে হে। ওদের মত এমন Disciplined জাত পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আছে ?

কালীনাথ। কতখানি দূরদৃষ্টি দেখুন না। ভারতবর্ষের ব্যাপারে ইংরেজ জাতি যা করেচে—ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত মেলে ? বুদ্ধিমান জাত—তাই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিলে।

বিশ্বনাথ। কিন্তু দেশের চেহারাটা একটু তাড়াতাড়ি বদলানো দরকার ভায়া—লোক যে অধৈর্য হয়ে পড়চে।

কালীনাথ। সমস্যাও তো কম নয়। Production যদি না বাড়ে লোকের অভাব মিটবে কি করে ? অভিযোগ শোনা যায়, Capital shy হয়ে যাচ্ছে। আরে Shy তো হবেই। একদিকে Labour trouble আর একদিকে Nationalisation এর হুমকি। Security না থাকলে লোক ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা ঢালবে কেন, বলুন ?

বিশ্বনাথ। Labour trouble অবশ্যি আছে। কিন্তু Nationalisation ? তা আর হচ্ছে কোথায় ! মুনাফা করফর কমিয়ে তোমাদের ভারলাঘবের চেষ্টা তো গবর্ণমেণ্ট কচ্ছেনই।

কালীনাথ। তা যথেষ্ট নয় দাদা। ভারতবর্ষের Capital এখনো

শিশু—পদে পদে বাধা দিলে সে উঠবে কি করে? মুক্ত আলো বাতাসে তাকে বাড়তে দিতে হবে।

বিশ্বনাথ। কিন্তু একটা কথা ভায়া, লোকের খাওয়াপরার অভাব যদি ক্রমশঃ বেড়েই যায়—লোক নিশ্চিন্তি মনে কাজ করবে কি করে?

কালীনাথ। কিন্তু একদিনে অনেকগুলো সোনার ডিম পাবার আশায় লোভী বামুনের মতো যদি রাজহংসীকে মেরে বসি—সেটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

বিশ্বনাথ। নাঃ, সে কথা অবশ্যি ঠিক। যাক, তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করি। কাল আপিষে গিয়ে শুনলাম—কর্মচারীদের দিয়ে নাকি কি একটা বণ্ড সই করিয়ে নেবার ব্যবস্থা হয়েচে?

কালীনাথ। [সহাস্যে] সেটা আপনাদের জন্যে নয়।

বিশ্বনাথ। [স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে] ও! তা হলে আমাকে সেটায় সই করতে হবে না?

কালীনাথ। সই হয়তো আপনাকেও একটা দিতে হবে—তবে···

বিশ্বনাথ। আমাদের জন্যে নয়···অথচ সই দিতে হবে! ব্যাপারটা কি বলো তো?

কালীনাথ। দেখুন, একটা কারবার চালাবার দায়িত্ব নিচ্ছি—প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মচারীদের আনুগত্য আছে কিনা—সেটা আমার জানা উচিত নয়?

বিশ্বনাথ। কিন্তু কর্মচারীরা অনুগত না হলে প্রতিষ্ঠান চলছে কি করে?

কালীনাথ। গোলমাল করবার লোকও তো আছে?

বিশ্বনাথ। বেশ তো, তাদের কাছ থেকে তুমি বণ্ড নাও।

কালীনাথ। আমি নতুন লোক, তাদের চিনবো কি করে?

বিশ্বনাথ। তা হলে দুদিন ধৈর্য ধরো।

কালীনাথ। কিন্তু যারা গোলমাল বাধাবার মতলবে আছে তারা তো ধৈর্য ধরবে না।

বিশ্বনাথ। আগেই কেন ধরে নিচ্ছ গোলমাল হবে?

কালীনাথ। পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। ইউনিয়নের দাবীদাওয়ার কথা শুনেচেন?

বিশ্বনাথ। শুনেচি।

কালীনাথ। অর্ধেক রাজত্বি আব রাজকন্যা!

বিশ্বনাথ। যখন যেমন হুজুক আসে···

কালীনাথ। হুজুক নয়; এর পেছনে আছে রাজনৈতিক চক্রান্ত। সমস্ত কাজকারবার ব্যবসাবাণিজ্যে অচল অবস্থা সৃষ্টি করে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করাই হচ্ছে এদের লক্ষ্য।

বিশ্বনাথ। কাদের উদ্দেশ করে বলচো?

কালীনাথ। রাতারাতি ক্ষমতা দখল করবার জন্যে যারা খ্যাপা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ কচ্ছে।

বিশ্বনাথ। শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে যারা বিশ্বস্ত কর্মচারী তাদের বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ?

কালীনাথ। খাঁটি সোনাও কষ্টিপাথরেই ঘষে পরখ করে নিতে হয়।

বিশ্বনাথ। করো, তোমার যা ইচ্ছে। [উঠে দাঁড়িয়ে] ছাব্বিশ বছর ধরে যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে আসচি, আনুগত্য প্রকাশের জন্যে সেখানে নতুন করে বণ্ডে সই করতে পারবো কিনা—ভেবে দেখতে হবে।

[রাগত ভাবে বিশ্বনাথবাবুর প্রস্থান। কালীবাবুর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকে অবলোকন। তারপর পত্রিকা পাঠে পুনরায় মনোনিবেশ। পুষ্পলতার প্রবেশ]

পুষ্প। কণার বাবা এয়েছিলেন কেন?

কালীনাথ। এমনি দেখা করতে।

পুষ্প। হঠাৎ?

কালীনাথ। আমরা সেদিন গিয়েছিলুম…তাই হয়তো…

পুষ্প। আমার কাছে চেপে গিয়ে লাভ কি ?

কালীনাথ। মানে !

পুষ্প। কণার বাবার সঙ্গে তোমার ওরকম ব্যবহার করা ভালো হয়নি।

কালীনাথ। ও ! সবই তাহ'লে শুনেচ ?

পুষ্প। কেন, শোনায় কিছু অপরাধ আছে ?

কালীনাথ। না, শোনায় অপরাধ নেই ; কিন্তু বাইরের কথায় মেয়েদের না থাকাই ভালো।

পুষ্প। বাইরের কথা অন্দরে আসে কেন ?

কালীনাথ। [কিঞ্চিৎ শাসনের সুরে] দিনদিনই তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

পুষ্প। তোমার মাত্রাজ্ঞান নেই বলে।

কালীনাথ। এজন্যেই বলে কুকুরকে নাই দিতে নেই।

পুষ্প। কি বললে ! আমি কুকুর ! বলতে তোমার মুখে একটু আটকালো না !

কালীনাথ। শিক্ষাদীক্ষা তো কিচ্ছু নেই—দু'চারটে ভদ্র-আসরে নিয়ে যাই বলে ভাবচো, কি একটা হয়ে গেছ !

পুষ্প। নিয়ে যাও কেন ? আমি কি কোনদিন বলেচি নিয়ে যেতে ?

কালীনাথ। ভুল করেচি।

পুষ্প। আর ভুল করো না। ছিঃ ছিঃ ! কণার বাবার কাছে কত ভাবে আমরা উপকার পেয়েচি। তাঁকে ওভাবে অপমান করা মোটেই সাজে না।

কালীনাথ। তাঁকে অপমান করা হয়নি।

পুষ্প। না, খামকাই তিনি রাগ করে চলে গেলেন।

কালীনাথ। সব কিছুতেই নাক গলাতে এসো না। স্ত্রীলোক, শাড়ী গয়না পেয়ে খুশি থাকবে। পুরুষের সব কাজের বিচার করতে আসা ধাষ্টামো।

পুষ্প। তুমিও এটা জেনে রেখো—সবার চোখে ধূলি দিতে পারলেও স্ত্রীর চোখে ধূলি দেওয়া যায় না।

কালীনাথ। কি বলতে চাও তুমি?

পুষ্প। সিনেমা কোম্পানী তোমার করা চলবে না।

কালীনাথ। কেন? ভয়, চরিত্রহীন হবো?

পুষ্প। দিনদিন তোমার মেজাজ কি রকম হয়ে যাচ্ছে—আমি যেন তোমাব চক্ষুঃশূল হয়ে দাঁড়িয়েচি।···আগে সমস্ত কাজেই আমার পরামর্শ নিতে—এখন ভালো কথা বলতে গেলেও তুমি চটে ওঠ···

কালীনাথ। ও! সন্দেহভূত চেপেছে তোমার কাঁধে! মিস দাসকে Lift দিই বলে তোমার সন্দেহ! আরে সে কি সিনেমা কোম্পানীর জন্যে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করি! ওই চেহারায় সিনেমা স্টার হওয়া যায়? তাহলে তো তুমিও সিনেমা স্টার হতে পাবতে।··· সিনেমা নয়, সিনেমা নয়—জানো না তো সেক্রেটারিয়েটে তাঁর কত খাতির। তাঁকে দিয়ে একটা কাজ বাগাবার মতলবে আছি।

পুষ্প। যেসব মেয়ে কেবল পরের গাড়ীতে ঘুরে বেড়ায় তাদের আমার ভালো লাগে না।··· যাক গে, চা খাবে, না ওভালটিন?

কালীনাথ। ওভালটিন না হলে এই লড়াইয়ের ক্লান্তি যাবে কি?

পুষ্প। আহা—হা—হা। কত ভঙ্গীতেই কথা বলতে পারো!

[পুষ্প প্রস্থানোদ্যত।

কালীনাথ। তোমাদের না আজ দক্ষিণেশ্বর যাবার কথা ছিল?

পুষ্প। মা খবর পাঠিয়েচেন, বৌদির শরীর ভালো নেই।

কালীনাথ। মিস দাস আজ গাড়ীটা চেয়েছিলেন—তোমরা যাবে না জানলে···

পুষ্প। [কুপিত কণ্ঠে] থাক্, যাকে তাকে গাড়ী না দিলে ও চলবে।

[পুষ্প প্রস্থানোদ্যত। এমন সময় কণিকা ও সমরেশের প্রবেশ]

কণিকা। আসতে দেরি হয়ে গেল কাকাবাবু। আমাদের বাড়ি সমরদার যাবার কথা আটটায়—তিনি গেলেন নটায়।…দুয় ছাই…সমরদার সঙ্গে তো আপনার আলাপই নেই। বড়দার বন্ধু—খুব ভালো অভিনয় করেন। তাছাড়া একজন সমঝদার লোক।

কালীনাথ। [হেসে] ও! বসুন।

[একখানা চেয়ারে সমরেশের উপবেশন। কণিকা একটি ইজি চেয়ারের হাতলে বসে]

[পুষ্পকে] ওগো, এক কাপ নয়, তিন কাপ।

[পুষ্প বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে চলে যায়]

ভালো করেচো কণা ওকে এনে। আমি চাই গুণী লোক নিয়ে একটা আদর্শ শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে তুলতে।

[সিগারেটের কৌটো এগিয়ে দেয়। সমরেশ একটা সিগারেট তুলে নেয়। দেশলাই জ্বালিয়ে সমরেশের মুখের সিগারেট ধরিয়ে দেয়]

কত প্রতিভা যে Chance না পেয়ে নষ্ট হয়ে যায়। আজ স্বাধীন ভারতে সে-সব প্রতিভাকে খুঁজে বার করে তাদের কাজে লাগাতে হবে।

কণিকা। সমরদা, আপনি বসে কাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ করুন…

কালীনাথ। কেন, তুমি কোথা যাচ্ছ?

কণিকা। ভেতর থেকে আসচি। কাকীমা কি মনে করবেন!

[কণিকার প্রস্থান]

কালীনাথ। আপনি কোন সিনেমা কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত আছেন নাকি?

সমর। না, Chance পাইনি।

কালীনাথ। Chance পাওয়া বড্ড শক্ত—এত Clique…তাছাড়া সবাই সবজান্তা।

সমর। অভিজ্ঞতা নেই, তবে লোককে বলাবলি করতে শুনি সে নাকি এক অদ্ভুত জগৎ…

কালীনাথ। অদ্ভুতই বটে। অবশ্যি আমরা এসব Clique ভাঙবার চেষ্টা করবো। তবে বুঝতেই পারেন, একার তো কাজ নয়। আপনি বর্তমানে ?…

সমর। কিছুই করিনে, Vagabond'ও বলতে পারেন।

কালীনাথ। না না, সে কি কথা হলো। আমি বলছিলুম…

সমর। এই দু'এক জায়গায় সখের থিয়েটার ফিয়েটার করে থাকি।

কালীনাথ। [হেসে] সে তো সবাই করে। সখের থিয়েটারেই তো হাতেখড়ি হয়। ছাত্রজীবনে আমিও খুব নাটক করতুম মশাই। তা এম-এ-তে আপনার কি Subject ছিল ?

সমর। এম-এ পড়িনি। অতি কষ্টে বি-এ পাশ করেই ছেড়ে দিয়েচি। তাই কি পাশ করতে পারতুম। প্রত্যেক Subject এর জন্যে একজন করে Tutor রেখে দিয়েছিলেন বাবা, তাঁরা কোন রকমে ঘষেমেজে আমাকে পার করিয়ে দিয়েছিলেন।

কালীনাথ। আপনার বাবা আপনাদের জন্যে তা হলে খুব যত্ন নিতেন বলতে হয়।

সমর। তা নিতেন। টাকাপয়সার অভাব ছিল না, তাছাড়া আমরা মানুষ হই…

[একটা ট্রেতে করে তিন কাপ ওভালটিন নিয়ে কণিকার প্রবেশ]

কালীনাথ। আরে! তুমি কেন ? চাকরবাকর সব পেন্সন নিলে নাকি ? যেমন তোমার কাকীমার বুদ্ধি !

কণিকা। তাতে কি হয়েচে। বাড়িতে কি আর আমরা চা করে খাইনে! নিন সমরদা, আপনার তো আবার ঘণ্টায় ঘণ্টায় গলা না ভেজালে চলে না।

সমর। চায়ের রং দেখে যে…

কণিকা। চা নয় মশাই, চা নয়, ওভালটিন।

[কালীনাথ দু'জনের হাবভাব লক্ষ্য করে]

সমর। The idea ! দাও দাও।

[কণিকা একটি কাপ সমরেশের ও আর একটি কাপ কালীনাথের সামনে টেবিলের ওপর রাখে এবং নিজে একটি কাপ নিয়ে ওভালটিন পান করতে থাকে]

কালীনাথ। কণা, সমরেশবাবু খুব বিনয়ী লোক দেখছি।

কণিকা। বিনয়ী বলেই তো আমাদের মত গরীবের সঙ্গে মেশেন।

সমর। না না, আপনি ওর কথা কিচ্ছু বিশ্বাস করবেন না।

কণিকা। বিশ্বাস না করলেই তো আর আপনার সম্পত্তি হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে না? দেখুন কাকাবাবু, কম করে কোলকাতায় খান দশেক বাড়ি। ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সটা অবিশ্যি জানা নেই, তাও…

সমর। বাজে বকচো কেন বলো তো?

কণিকা। আপনিই বা এত চাপতে চাইছেন কেন?

কালীনাথ। ভরা কুম্ভে শব্দ কম, কণা।

সমর। প্রায় শূন্য হয়ে এসেচে। বাপজ্যেঠা যা করে রেখে গিয়েছিলেন, বসে বসে তাই খাচ্ছি।

কণিকা। দেশে এদের বিরাট জমিদারী।

সমর। আজকাল জমিদারী মানেই দেনা।

কণিকা। বাড়িতে এদের এত ফারনিচার কাকাবাবু…

সমর। কিন্তু ধুলো ঝাড়বার লোক নেই।

কণিকা। দু'টি ভাই আইবুড়ো হয়ে বসে আছেন কেন?

সমর। অর্থাৎ ঝাঁটা হস্তে লক্ষ্মীর প্রবেশ?

[সকলের হাসি]

কণিকা। আপনাদের ঠিক করতে হলে ঝাঁটাই দরকার। যাক্‌গে, কাকাবাবু আপনাদের বইয়ে সমরদাকে একটা Role দিতেই হবে।

কালীনাথ। নিশ্চয়ই। রাখুন, আপনার ঠিকানাটা লিখে রাখচি।
[নোট বই খুলে] সমর···

সমর। সমরেশ রায়।

কালীনাথ। স-ম-রে-শ···রা য়। [লিখে নিয়ে] ঠিকানা?

সমর। তিন নম্বর করালী দত্ত স্ট্রীট।

[ঠিকানা লিখে নিয়ে]

কালীনাথ। Available?

সমর। প্রায় সারাদিনই। সন্ধ্যের দিকে একটু বেরোই।

কালীনাথ। ফোন্?

সমর। [হেসে] ফোন্ আর আজকাল নেই। ছিল একসময় ফোন্ গাড়ী সবই···

কালীনাথ। তাতে কি হয়েচে। আমার গাড়ী আপনার ওখানে যাতায়াত করবে।

সমর। কি বই হবে আপনাদের? Story ঠিক হয়েচে?

কালীনাথ। না, Story এখনো পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি। আমার ইচ্ছে, একটা প্রাচীন কাহিনী নিয়ে ছবি তুলি যাতে থাকবে ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ। জগতের সামনে আজ আমাদের শাশ্বত আদর্শকে তুলে ধরাই তো সবচেয়ে বড় কাজ।

সমর। ও!

কালীনাথ। কেন, আপনার হাতে কোন Story আছে নাকি?

সমর। আছে, কিন্তু সে তো আধুনিক জীবন নিয়ে।

কালীনাথ। তা হোক না, ভালো Story যদি হয় ক্ষতি কি। কার, আপনার লেখা?

সমর। না। [কণিকাকে] তোমার দাদার Story টা যদি হয়?

কালীনাথ। কার? সতুর? সে Story লিখতে পারে নাকি!

সমর। বেশ ভালো লেখে।

কালীনাথ। ও! উত্তম। তাকে Story নিয়ে আমার কাছে আসতে বলো। আমি তো বলেছিলুম তাকে একবার আমার কাছে আসতে।

[চাকরের প্রবেশ]

চাকর। বাবু, দু'জন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।

কালীনাথ। কারা?

চাকর। আমি তো চিনি না। বললে, আপিষের লোক।

কালীনাথ। কোথায় তারা?

চাকর। ফটকের বাইরে।

কালীনাথ। বলগে দেখা হবে না। দরকার থাকে অফিসেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

[চাকরের প্রস্থান]

তারপর কণা, তুমি সিনেমায় নাববে তাতে কিন্তু তোমার কাকীমার ভারী আপত্তি।

কণিকা। কাকীমাকে বুঝিয়ে আমি ঠিক করে নিতে পারবো।

কালীনাথ। তোমার বাবা? শুনলে তো আমায় খেয়ে ফেলবেন।

কণিকা। বাবাকে এখন বলবোই না।

কালীনাথ। কিন্তু একদিন তো তিনি জানবেনই।

কণিকা। মাকে দিয়ে আস্তে আস্তে বোঝাবার চেষ্টা করবো।

কালীনাথ। তুমি আমায় একটা ফ্যাসাদে ফেলবেই দেখছি। সমরেশ বাবু কি বলেন?

সমর। কোন মা-বাপই কি সহজে তাঁদের মেয়েকে সিনেমায় দিতে রাজী হন। কত রকম কুসংস্কার…

কালীনাথ। না, কেবল কুসংস্কারই বা বলবো কেন? আবহাওয়াটাও তো ভালো নয়।

[দরজার পর্দার দিকে তাকায়]

সমর। কিন্তু ভালো লোকের আমদানী না হলে আবহাওয়াটাই বা ভালো হবে কি করে? তাছাড়া আপনি যখন রয়েচেন এর মধ্যে···

কালীনাথ। সে জন্যেই তো বেশি ভাবনা। কিছু হলে লোকে আমাকেই বলবে ···

[চাকরের পুনঃপ্রবেশ]

চাকর। বাবু, লোক দুটো তো কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না।

কালীনাথ। কি বলচে?

চাকর। বলচে, খুব নাকি জরুরি কথা। দু' মিনিটের মধ্যেই তারা বলে চলে যাবে।

কালীনাথ। কি রকম চেহারা?

চাকর। একজন বেশ লম্বা—দোহারা গড়ন—নাকটা একটু চেপটা। বয়েস···এই আপনারই মতন। আর একজন ছোকরা—কোট পাৎলুন পরা—একটু গোলগাল···

কালীনাথ। আচ্ছা, অফিস ঘরের দরজাটা খুলে দে।

[চাকরের প্রস্থান]

আসচি, এই মিনিট দুই।

[কালীনাথবাবুর প্রস্থান]

কণিকা। বড়দা'র Manuscript টা নিয়ে এলে মন্দ হতো না।

সমরেশ। রসো—শনৈঃ শনৈঃ।

কণিকা। [ফুলদানী থেকে একটা গোলাপ ফুল তুলে এনে]

দেখেচেন, কত বড় গোলাপ।

[সমরেশ হাত বাড়িয়ে ফুলটা ধরতে যায়]

আঃ! ওভাবে বুঝি ফুল ধরতে আছে!

[কণিকা ফুলটা সমরেশের কোটের কলারে বোতামের ঘরে গুঁজে দেয়]

হাত দেবেন না কিন্তু।

সমর। কিসে?

কণিকা। ফুলে।

সমর। তবু ভালো।

কণিকা। হ্যাঁ, ভালো বই কি।...আচ্ছা, এই ফুলটা যদি কেউ পায়ে দলে, আপনি তার কি করেন?

সমর। তাকে খুন করি।

কণিকা। মিথ্যে কথা। আপনি মনে মনে খুশি হন।

সমর। কেন, এমন কথা তোমার মনে হলো কেন বলো তো?

কণিকা। সূর্যমুখীতে যার মন পড়ে আছে, সন্ধ্যা-মালতীতে কি তার মন ওঠে?

সমর। কণা!

কণিকা। আচ্ছা, দিদিকে আপনি খুব ভালোবাসেন, না?

সমর। তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

কণিকা। সে তো বাইরের আবরণ।

সমর। মিথ্যে কথা।

কণিকা। হুঁ! তৃষিত চাতকের কাছে আকাশের জল যেমন মিথ্যে?

সমর। কি চমৎকার করে বলতে পারো তুমি।

কণিকা। না হলে অভিনয় করবো কি করে?

সমর। এ সবটাই কি অভিনয়?

কণিকা। তা নয়তো কি?

সমর। এত হেঁয়ালিও তোমরা জানো!

কণিকা। ঐটুকু আছে বলেই তো আমাদের প্রতি আপনাদের আকর্ষণ...

সমর। দেবাঃ ন জানন্তি...

কণিকা। সুতরাং...জানবার চেষ্টা করবেন না—ঠকবেন।

সমর। হুঁ।

[একটা সিগারেট ধরায়। চাকরের প্রবেশ]

চাকর। [কণিকাকে] মা আপনাকে ডাকচেন।

[কণিকা মাথা নেড়ে ও চোখের ইশারায় সমরকে বুঝিয়ে দেয় যে, ভেতর থেকে পুষ্পলতা তাদের সব কথাই শুনতে পেয়েচে। চাকর ও কণিকা ভেতরে চলে যায়। সমরেশ বসে সিগারেট টানতে থাকে। ভেতর থেকে কালীবাবু আপন মনে বলতে বলতে ঢোকে]

কালীনাথ। চ্যালেঞ্জ, এরা চ্যালেঞ্জ করেচে আমায়! এ চ্যালেঞ্জ আমাকে Accept করতেই হবে।

[এসে রাগতভাবে বসে পড়ে]

সমর। কি হলো?

কালীনাথ। না···কি আর হবে। সব Unthinking idiots··· দাঙ্গা করবে! দাঙ্গা করবার আগেই সব ঠাণ্ডা করে দেবো না। ···কি বলবো মশাই, যারা Loyal worker, তাদের মারপিটের ভয় দেখানো হচ্ছে—সুর তোলা হয়েচে, তারা দালাল। Hooliganism আমার কোম্পানীতে চলবে না। দরকার হয় কোম্পানী তুলে দেবো, But I won't···no···never···

সমর। আ—আ—চ্ছা, আসি তা হলে···

কালীনাথ। [মুখে হাসি টানবার চেষ্টা করে] না না, বসুন। কাজ-কারবার চালাতে গেলে তো আজকাল এসব হবেই।

সমরেশ। আপনার মনটা এখন একটু অশান্তিতে আছে। আরেক সময় এসে আলাপ করবো।

কালীনাথ। দেখুন না, আপনাদের সঙ্গে বসে একটু আর্টের চর্চা করছিলুম—কোত্থেকে এসে আপদ জুটলো। এ জন্যেই বোধ হয় আর্টিস্ট লোকেরা টাকাকড়ির ঝামেলায় থাকতে চায় না।

সমর। টাকা না থাকলেও তো আর্টকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

যাক্‌গে, কণাকে ডেকে দিন; ওকে পৌঁছে দিয়ে আমার বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

কালীনাথ। কণা থাক না এখানে, আমি ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবোখন।

সমর। ও! আচ্ছা। [গাত্রোত্থান]

কালীনাথ। রাখুন, ড্রাইভারকে বলচি—আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

সমর। [একটু কর্কশ কণ্ঠে] না, দরকার কি। ট্রামে-বাসে চলবার অভ্যেস আছে।

[সমরেশ দ্রুতপদে চলে যায়। কালীবাবুর মুখে ঈষৎ হাসি। একটি রাইটিং প্যাড টেনে তাতে সে একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠি লেখে]

কালীনাথ। করালী! করালী!!

[নেপথ্য থেকে চাকর করালী সাড়া দেয়—"যাই বাবু"। কালীনাথ চিঠিখানি একটা খামে পুরে তাতে ঠিকানা লেখে। করালী প্রবেশ করে]

চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আয়।

[করালী চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

কিরে, কিছু বলবি?

করালী। বাবু, দেশথে চিঠি পেইচি। অবস্থা বড় খারাপ।

কালীনাথ। কোথায় যে অবস্থা ভালো।

করালী। তবু এখানে লোক কোন রকমে খেয়ে বাঁচছে। দেশে তো পয়সা হলেও জিনিষ মেলে না। ছেলেপুলে যে কিভাবে আছে।

কালীনাথ। চাষীরা তো ভালো আছে হে। জমিদারের খাজনা দেবে না, জমি চাষ করে মালিককে ধান দেবে না—তাদেরই তো এখন রাজত্বি।

করালী। জমি কি সবার আছে বাবু। আর হালগরু নেই বলেই তো আমরা চাকরি করতে আসি।

কালীনাথ। হালগরুর দরকার কি। দেশে যাও—গিয়ে লাঠি ধরো, জোতদারের গোলা লুট করো—

করালী। কি যে বলেন বাবু!

কালীনাথ। কিচ্ছু অন্যায় বলিনি। [একটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে] আজকের এই কাগজে কি খবর বেরিয়েচে জানো? তোমাদেরই জেলায় বিষ্ণুপুর গ্রামে তিনটে লোক খুন হয়েচে।

করালী। খুন! কারা খুন করলো?

কালীনাথ। করলো সব গাঁয়ের সরল চাষী। বসন্ত মান্নার নাম শুনেচ?

করালী। শুনিচি বই কি! বিষ্টুপুর আমাদের বাড়িখে খুব বেশি দুর নয় বাবু—কোশ আষ্টেক।...বসন্ত মান্না একজন বড় জোতদার...

কালীনাথ। পাঁচদিন বাদে তার লাস খুঁজে পাওয়া গেছে।

করালী। বলেন কি বাবু! বসন্ত মান্না খুন হয়েচে!

কালীনাথ। হাঁ হে, হাঁ। একদিন যদি স্বয়ং করালীচরণ এসে আমার মুণ্ডু নেবার জন্যে হাজির হন—তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে?

করালী। [কাতর কণ্ঠে] বাবু, অভাবের সংসার—চলে না বলেই সেদিন কিছু মাইনে বাড়াবার কথা বলেছিলাম, কিন্তু এতগুলো কথা শুনতে হবে জানলে...

কালীনাথ। না না করালী, তোমার দোষ কি। চারদিকেই আজ এক সুর—মাইনে বাড়াও, মাইনে বাড়াও। ক্ষুধা, ক্ষুধা—দানবের ক্ষুধা—এই ক্ষুধাই আমাদের শেষ করবে...

[করালীর অধোবদনে প্রস্থান]

কি মজা! স্বাধীন হয়েচি—অতএব আইন মানবো না, শৃংখলা মানবো না, কাজ করবো না—কেবল বসে বসে খাবো আর গবর্ণমেণ্টের মুণ্ডুপাত করবো...আশ্চর্য!

[কণিকার প্রবেশ]

কণিকা। সমরদা কোথা ?

কালীনাথ। চলে গেছেন।

কণিকা। চলে গেছেন ! আবার আসবেন তো ?

কালীনাথ। না।

কণিকা। আমাকে না নিয়েই চলে গেলেন ! আশ্চর্য !

[স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কালীনাথ উঠে গিয়ে কণিকার পিঠে হাত বুলোয়]

কালীনাথ। তাতে কি হয়েচে। আমি তোমায় দিয়ে আসবোখন।

[আদরের ভঙ্গীতে কণার পীঠ চাপড়ায়]

কিচ্ছু অসুবিধে হবে না তোমার। এখন থেকে আমার গাড়ীতেই যাতায়াত করবে। সবার সঙ্গে সব সময় বেরুবেই বা কেন ?

[পুষ্পর প্রবেশ। কালীনাথ তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ায়]

পুষ্প। কণা, যাবে না ?

কণিকা। হ্যাঁ কাকীমা, দেরি হয়ে গেল, মা বড্ড রাগ করবেন।

কালীনাথ। না না, এখন যাবে কি ! খেয়ে-দেয়ে যাবে।

পুষ্প। তোমার কথায় তো হবে না। অসময়ে গেলে বাড়িতে গিয়ে ওকে দশটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। [কণিকাকে] আচ্ছা চলো, আমি তোমায় দিয়ে আসচি।

কালীনাথ। তুমি রাস্তা চেন ?

পুষ্প। চিনি বই কি।

কালীনাথ। যদি ভুল করো ?

পুষ্প। [শ্লেষের সুরে] তোমার মতো ভুল করার অভ্যেস আমার নেই।

[কণিকাকে নিয়ে পুষ্পর বাইরের দিকে প্রস্থান। কালীবাবু এসে কৌচে বসে]

কালীনাথ। [তিরিক্ষি মেজাজে] করালী ! করালী !! করালী !!! কোথা গেল ! করা-লী-ই…করা-লী-ই…ঈ…

[করালী ছুটতে ছুটতে আসে]

করালী। বাবু!

কালীনাথ। কোথা গিয়েছিলি হতভাগা?

করালী। বাক্সে চিঠি ফেলতে।

কালীনাথ। বাক্সে চিঠি ফেলতে! যাও, চাবিটা নিয়ে গ্যারেজটা খুলে দিয়ে এসো।

[করালী চাবি নিয়ে বাইরের দিকে চলে যায়। কালীনাথ রাগান্বিত ভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। পর্দা]

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রথম দৃশ্য যে-কক্ষে হয়েচে সেই কক্ষ। দীপক একটি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আয়নায় মুখ রেখে তর্জনী তুলে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলচে]

দীপক। সারা দুনিয়া আজ দুইটি শিবিরে বিভক্ত—একদিকে পুঁজিবাদ আরেক দিকে সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতন্ত্রের বিজয় অভিযানে আজ পুঁজিবাদী শিবির ভীত, সন্ত্রস্ত—তাদের সম্মুখে আজ মৃত্যুর বিভীষিকা—তাই তাদের কণ্ঠে ধ্বংসের নিনাদ, যুদ্ধের হুংকার। কিন্তু উঠচে, আরেক দিকে উঠচে ঘন হয়ে নতুন ফসল—দানা বেঁধে উঠচে নতুন জীবন। তাই আজ দিকে দিকে, দেশে দেশে—

[ভুলে যায়। টেবিলের ওপর থেকে ছাপানো একখানি হ্যাণ্ডবিল নিয়ে দেখে]

তাই আজ দিকে দিকে…দেশে দেশে…

[আরতি প্রবেশ করে। তাকে দেখে লজ্জা পেয়ে দীপক ছুটে পালিয়ে যায়। হ্যাণ্ডবিল মেজেতে পড়ে থাকে। আরতি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে]

আরতি। হতভাগাটা যা পাবে তাই কুড়িয়ে আনবে। ওই একদিন বিপদে ফেলবে দেখচি।

[আরতি হ্যাণ্ডবিলটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। টেবিলের ওপর থেকে একটা দেশলাই নিয়ে সে মেজেতে জড়ো করা কাগজের টুকরোগুলোতে আগুন লাগাতে যাবে, এমন সময় বাইরে সমরেশ হাঁক দেয় 'সত্য বাড়ি আছ ?']

আরতি। না, ভেতরে আসুন।

[কাগজ কুড়িয়ে হাতে নেয়]

সমর। [দরজার কাছে এসে] আসবো ?

আরতি। [মৃদু হাসি] আসুন। ভয় করে নাকি ?

সমর। যাঁদের বিষদাঁত আছে তাঁদের ভয় না করে কে ?

আরতি। বিষদাঁত থাকলেই সবাই সবাইকে কামড়ায় না। তবে মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করতে হয় বই কি।

সমর। যাক্, জানা রইলো। হাতে ওগুলো কি ?

আরতি। উনোন ধরাবার কাগজ।

সমর। সযত্নে ছেঁড়া মনে হচ্ছে ?

আরতি। কাজ না থাকলেই লোক কাজ জুটিয়ে নেয়। আপনি বসুন, আমি আসচি।

[আরতির প্রস্থান। সমরেশ টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে। টেবিলের একপাশে খানকয়েক মাসিক পত্রিকা সাজানো দেখে সমরেশ সেগুলো উল্‌টেপাল্‌টে দেখতে থাকে। তা থেকে লাল মলাটের একখানি মাসিক পত্রিকা টেনে নিয়ে সে আগ্রহ ভরে পড়তে আরম্ভ করে। আরতির প্রবেশ]

সমর। এসব পত্রিকা আপনারা রাখেন ! জানেন, এটা বাজেয়াপ্ত ?

আরতি। জানি। বাজেয়াপ্ত হবার আগেই এটা কেনা হয়েছিল।

সমর। তাতে তো আর আইনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না ? দিনকাল ভালো নয়—একটু সাবধান হতে ক্ষতি কি ?

আরতি। দরজা-জানালা যতই বন্ধ করুন না বাইরে যদি ঝড়ঝঞ্ঝা হয়, ভেতরে একটু ধুলোবালি আসবেই।

সমর। এখানে আসায় বিপদ আছে দেখচি।

আরতি। আসবেন না।

সমর। [আরতির মুখের দিকে তাকায়] ও !...আচ্ছা ওঠা যাক্।

আরতি। রাগ করলেন ?

সমর। না না, রাগ করবো কেন। সত্যর সঙ্গে একটা কথার দরকার ছিল...

আরতি। তিনি যতক্ষণ না আসচেন আমার সঙ্গেই বলুন না।

সমর। বাড়িতে কেউ নেই নাকি ? কারো সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে !

আরতি। না, কণাও বেরিয়ে গেছে। আপনি স্থির হয়ে বসুন।

সমর। অস্থিরতার কিছু দেখলে নাকি ?

আরতি। সব কথাই বাঁকা ভাবে নেন কেন ?

সমর। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না বলে।...আচ্ছা তুমি...না না, আপনি...

আরতি। তাতে কি হয়েচে। আপনি দাদার বন্ধু, আমাকে তুমি বলতে পারেন—অবশ্যি বলার মধ্যে যদি কোন বিশেষ অর্থ না থাকে।

সমর। তুমি বেশ স্পষ্ট করে কথা বলতে পারো।

আরতি। সোজা কথা আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারিনে বলেই যত অনর্থ হয়—ভুল বোঝাবুঝির অন্ত থাকে না। আচ্ছা, সেদিন কণাকে আপনি কালীবাবুর বাড়ি ফেলে রেখে এলেন কেন ?

সমর। ফেলে রেখে আসিনি, কালীবাবুর তাই ইচ্ছে ছিল।

আরতি। তাঁর ইচ্ছে ছিল বলেই আপনি ফেলে রেখে এলেন ! কাজটা ভালো করেননি।

সমর। কেন ?

আরতি। তার ভালোমন্দ দেখবার দায়িত্ব আপনার আছে।

সমর। আমার!

আরতি। হ্যাঁ, আপনার। কণা আপনাকে ভালোবাসে।…হয়তো বলবেন, আপনি তাকে ভালোবাসেন না। কিন্তু তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার সাধ্যিই কি আপনার আছে?

সমর। চুপ করো। এসব অবান্তর কথা তুলে লাভ কি!

আরতি। না, বন্ধ ঘরে ধুয়ো জমলে দম আটকে আসে। তাকে মুক্ত করে দেওয়াই ভালো। আপনার ও কণার মধ্যে আমি একটা বিরাট ব্যবধান হয়ে উঠচি বলে মনে হয়। তার ফলে কণা দিন দিন আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠচে—আপনার প্রতিও সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলচে। এর পরিণাম ভেবে দেখেচেন?

সমর। তার জন্তে কি আমি দায়ী? মনের ওপর তো কারো হাত নেই।

আরতি। মনকে যারা নিরঙ্কুশ ভাবে তারা স্থবিধেবাদী, স্বার্থপর। মনকে শাসন করাই তো মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

সমর। কিন্তু মনকে মেরে ফেলে মানুষ ক'দিন বাঁচতে পারে?

আরতি। মেরে ফেলবার কথা নয়—শুধু গতি ফেরাতে হবে। হিমালয় পর্বতের মতো মন একটা স্থিতিশীল বস্তু নয় সমরবাবু—পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হয়।

সমর। মনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা।

আরতি। বেশ, আপনি আপনার অব্যয় মনটি নিয়ে একলা চুপ করে বসে থাকুন। সত্যি তো, সমাজের কিসে কল্যাণ কিসে অকল্যাণ, আপনাদের মতো সুখীলোক তা নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?

সমর। সমাজের কাছে ব্যক্তিকে বলি দেবার মতো উদারতা আমার নেই।

আরতি। ব্যক্তির উচ্ছৃংখলতা দিয়ে সমাজকে ধ্বংস করবার অধিকারও আপনার নেই।

সমর। যুক্তির বেড়াজালে নিজেকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করো না আরতি। সত্যি বলো তো, তোমার মন কি আমায় চায় না?

আরতি। আপনি এত আনাড়ি জানতাম না।

সমর। [উত্তেজিত হয়ে] হেঁয়ালী রাখো। স্পষ্ট কথা বলো…

আরতি। ছিঃ! আপনি বড় অভদ্র।

[প্রস্থানোদ্যত]

সমর। [উঠে গিয়ে] মাপ করো। বলো, আমি কি করতে পারি?

আরতি। কালীবাবুর হাত থেকে আপনি কণাকে বাঁচান।

সমর। সিনেমায় অভিনয় করা কি মহা অপরাধ?

আরতি। না, তা নয়। কিন্তু কালীবাবুর মতলব অন্য রকম। সিনেমা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁর স্ত্রী আমাকে ইঙ্গিতে সব কথাই বলে গেছেন।

[কণিকা ও সত্যজিতের প্রবেশ]

সত্যজিত। [বলতে বলতে প্রবেশ করে] তা বলে আমার গল্পটা তো আর বিকৃত করতে পারিনে…

আরতি। কোথা গিয়েছিলে দাদা? সমরদা কখন থেকে তোমার জন্যে এসে বসে আছেন।

[আরতি সমরেশকে দাদা বলায় কণিকা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকায়]

সত্যজিত। ও!…গিয়েছিলাম ভাই গল্পটা নিয়ে কালীকা'র কাছে।

[কণিকা নিঃশব্দে প্রস্থানোদ্যত হয়]

কণা, একটু চায়ের ব্যবস্থা করবি?

কণিকা। [বিরক্তি ভরে] দিদিকে বলো, আমার এখন কাজ আছে।

[আরতি মৃদু হাসে। সমরেশ বিস্মিত হয়ে কণার দিকে তাকায়। কণিকা চলে যায়]

সমর। কালীবাবু শুনে কি বললেন ?

সত্যজিত। বললেন সবই ঠিক আছে—শেষের দিকটা একটু পাল্টাও। সেন্সর আছে—তাছাড়া চারদিকে আজ যে অশান্তি তাতে একটা হানাহানির মধ্যে ছবিটা শেষ করা কি ভালো হবে ?…অর্থাৎ খানিকটা গান্ধীবাদ ঢোকাও।

সমর। তা না হলে বই পাশ হবে না।

সত্যজিত। কিন্তু লোকে তো আমার লেখারই সমালোচনা করবে।

আরতি। তা তো করবেই। শোষক আর শোষিতকে একসঙ্গে খুশি করা যায় না দাদা।

সত্যজিত। কিন্তু লিখে ঘরে ফেলে রেখেই বা কি হবে ! পোকায় কাটবে তো ?

আরতি। তা বলে লোককে অখাদ্য খাইয়ে মড়ক ডেকে আনবে !

সত্যজিত। যা-যাঃ, আর মাষ্টারি করতে হবে না। চলো, চায়ের দোকানে যাওয়া যাক।

[সত্যজিত ও সমরেশের প্রস্থান। জানালা দিয়ে পিওন একখানি চিঠি মেজেতে ফেলে দিয়ে যায়। আরতি খামখানি কুড়িয়ে নেয়]

আরতি। অলকা দেবী ! এ বাড়ির ঠিকানাই তো দেখছি। অলকা দেবী আবার কে এলো ! [খাম ছিঁড়ে চিঠিখানি পড়ে] হুঁ !

[চিঠিখানি আবার ভাঁজ করতে থাকে। কণিকার প্রবেশ]

কণিকা। কার চিঠি দিদি ?

আরতি। অলকা দেবীর।

কণিকা। দেখি।

আরতি। পরের চিঠি দেখবি কেন ?

কণিকা। তোর চিঠি তো নয়।

আরতি। তা হলে তোর চিঠি?

কণিকা। হতে পারে।...পরের চিঠি খোলা তোর অন্যায় হয়েচে দিদি।

আরতি। না খুললে তোর স্বরূপ চিনতাম কি করে! একেবারে গোল্লায় গিয়েচিস—হোটেলে পর্যন্ত যেতে আরম্ভ করেচিস!

কণিকা। কে বললে তোকে?

আরতি। কে বলবে আবার। [চিঠি খুলে পাঠ] "সেদিন তোমায় নিয়ে যে হোটেলে গিয়েছিলুম সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করবে। সেখান থেকে তোমায় আমি নিয়ে যাবো।" [চিঠিটা আবার ভাঁজ করে] হোটেল থেকে বাগানবাড়ি?

কণিকা। বেশ, আমার যা ইচ্ছে তাই করবো। তাতে তোর কি?

আরতি। আজ সকালবেলা গিয়ে বুঝি কথা পাকা করে এলি?

কণিকা। হ্যাঁ, চিঠি আসবার তর সইছিলো না।

আরতি। কণা, বেহায়াপনারও একটা সীমা থাকা উচিত।

কণিকা। অতো মেজাজ দেখিও না। তুমি আমার অভিভাবক নও।

আরতি। বেশ, অভিভাবককেই বলবো। এতদিন বাবাকে না বলাটা আমার অন্যায় হয়েছে।

কণিকা। বলবিই তো। চুকলি করায় তো তুই ওস্তাদ। কিন্তু তোব কথাই কি গোপন থাকবে?

আরতি। আমার কথা!

কণিকা। হ্যাঁ, সমরেশ রায়ের সঙ্গে তোর গোপন প্রণয়ের কথা।

আরতি। তুই দেখেচিস?

কণিকা। না দেখিনি। আজ নিরিবিলি কি ধর্মালাপ কচ্ছিলি?

আরতি। তুই অত্যন্ত নীচ, কাজেই পরকেও তাই ভাবিস। কিন্তু একথা জানিস কণা, দুটি মনের দেয়া-নেয়া ছাড়া আজকের [illegible] পৃথিবীতে আরো অনেক বড় জিনিষ ভাববার আছে।

কণিকা। ছোড়দার দু'চারখানা কাগজ তোর কাছে থাকে বলে নিজেকে খুব বড় দেশসেবিকা ভাবিস! সমর রায়কে বুঝি তাই দীক্ষা দিচ্ছিলি?

আরতি। সে যদি দীক্ষা নেয়, তোর কপাল ভালো বলতে হবে।

কণিকা। থাক, আমার ভালোর জন্যে তোর নিজের কপাল পুড়িয়ে কাজ নেই।...চিঠিটা দিবি, না কি?

আরতি। [চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে] নে, ও ছাইভস্ম দিয়ে আমার কি হবে। নিজের কপাল নিজে খাবি, আমি তার কি করবো।

[রেগে প্রস্থান]

কণিকা। [চিঠিটা তুলে নিয়ে] খাই খাবো। বাপের গলগ্রহ হয়ে থাকবো কেন? স্বাধীন ভাবে থাকতে গিয়ে যদি উচ্ছন্ন যাই—যাবো—তাতে কারো কিচ্ছু এসে যাবে না...

[বিশ্বনাথ ও সুভদ্রার প্রবেশ। সুভদ্রার হাতে একটা শালপাতার ঠোঙ্গা... তাতে প্রসাদী ফুল দেখা যাচ্ছে। পরনে গরদের শাড়ী]

বিশ্বনাথ। [বলতে বলতে ঢোকেন] এ জন্যেই তোমায় নিয়ে কোথাও বেরুতে চাইনে। বেরুলে আসবার কথা ভুলে যাও।

সুভদ্রা। তো মায়ের বাড়ি গিয়ে কি দর্শন না পেয়েই আসবো নাকি!

বিশ্বনাথ। দর্শন! এদিকে বেলা ক'টা হলো খেয়াল আছে? আপিষে বেরুবো কখন...

সুভদ্রা। সকালবেলা না বললে আপিষে যাবে না!

বিশ্বনাথ। বললেই হলো আর কি। আপিষে না গেলে এই বিরাট সংসারটি চলবে কি করে?

সুভদ্রা। চলবেই এক ভাবে। তোমার মন যাতে সায় দেয় না তা করতে যেয়ো না।

বিশ্বনাথ। না করে উপায় আছে। দাসখত দিয়েই আমার চাকরি করতে হবে।

[প্রস্থান। সুভদ্রা একটা প্রসাদী ফুল ও একটা মণ্ডা কণিকার হাতে দেয়। কণিকা ফুলটি মাথায় রাখে এবং মণ্ডাটা কপালে ছুঁইয়ে মুখে দেয়]

সুভদ্রা। তোর কালীকাকার কাছে গিয়েছিলি আজ?

কণিকা। গিয়েছিলাম, কিন্তু সিনেমায় নামা হবে না মা।

সুভদ্রা। কেন?

কণিকা। দিদি পেছনে লেগেচে—আমার নামে যা তা বলচে।

সুভদ্রা। দিদির কি? সংসার কি ভাবে চলবে না চলবে সে তো ভাবে না।

কণিকা। আমারই বা ভেবে কাজ কি। কথাটা হয়তো বাবার কানেও যাবে। তার চেয়ে টাকাটা আমায় দাও, কালীকা'কে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

সুভদ্রা। টাকা! টাকা কি আছে!

কণিকা। সব টাকাই খরচ করেচো!

সুভদ্রা। মাত্র তিনশো টাকাই তো আমার হাতে এনে দিয়েছিস কণা। তা থেকে আমার গলার হার খালাস করতে গিয়ে দেড়শো, বাড়িভাড়া পঞ্চান্ন, তোকে শাড়ী কিনতে দিয়েচি চল্লিশ। আর কত টাকা থাকে?

কণিকা। মুশকিল করলে মা! টাকাটা ফেরত না দিলে কনট্রাক্ট বাতিল করতে বলি কোন্ মুখে।

সুভদ্রা। কনট্রাক্ট তোকে বাতিল করতে হবে না কণা। তুই ভাবিসনে, আমি সব বুঝিয়ে বলবো। আর তুই তো পরের সঙ্গে যাচ্ছিস নে, যাচ্ছিস নিজের বড় ভায়ের সঙ্গে, তাতে কার কি বলবার আছে?

কণিকা। তোমার বড় মেয়েটিকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলো মা। বাবার কাছে যদি সে লাগায়, তবে আমার মুখ আর তোমরা দেখতে পাবে না।

[কণিকার ভেতরে প্রস্থান]

সুভদ্রা। আমার হয়েচে মরণ!

[হাতের ঠোঙাটা টেবিলের ওপর রেখে দেয়। বিশ্বনাথ গামছা নিয়ে প্রবেশ করে]

সুভদ্রা। আপিষে কি আজ না গেলেই নয়?

বিশ্বনাথ। কোন্ জমিদারী আছে যে আপিষে না গিয়ে বসে খাবো!

সুভদ্রা। গোলমালের সময়—কয়েকদিন ছুটি নাও না।

বিশ্বনাথ। ছুটি! হুঁ, একেবারেই ছুটি নেওয়া যাবে।...কি হুকুম হয়েচে জানো? হয় দাসখতে সই করো, না হয় সরে পড়ো।

সুভদ্রা। দিন দুই তুমি অপেক্ষা করো। কালীঠাকুরপো তেমন লোক নন। আমি তাঁকে গিয়ে বুঝিয়ে বলবো।

বিশ্বনাথ। ও! সেই বিশ্বাসেই আছ? কিন্তু ভবি ভোলবার নয় গিন্নী। [হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে] না না, অপমান সইতে হয় আমি একাই সইবো—দু'মুঠো অন্নের জন্যে আমার সমস্ত পরিবার গিয়ে কালীর পায়ে লুটোবে, তা আমি হতে দেব না...তা আমি হতে দেব না...

[প্রস্থানোদ্যত। বাইরে থেকে সত্যজিতের প্রবেশ। বিশ্বনাথ ঘুরে দাঁড়ায়]

বিশ্বনাথ। এই...এই তো আমার সব যোগ্যি ছেলে! বুড়ো বয়সে দাসখত দিয়ে আমি টাকা এনে এদের খাওয়াবো, আর এরা সব দিব্যি গায়ে ফু দিয়ে ঘুরে বেড়াবেন!

[আবার প্রস্থানোদ্যত]

সুভদ্রা। এগুলো তোমার অন্যায়। ছেলেরা কি দোষ করলো!

বিশ্বনাথ। [ঘুরে] না না, দোষ কারো নয়, দোষ কারো নয়—আমি কি বলেচি কারো দোষ! দোষ আমার কপালের...

সত্যজিত। আপনি কালীকা'র কাছে আর একবার যান না।

বিশ্বনাথ। তার বাড়িতে?

সত্যজিত। হ্যাঁ, ক্ষতি কি?

বিশ্বনাথ। না, ক্ষতি কি! সে দেবে বারবার আমায় কুকুরের মতো তাড়িয়ে, আর আমি যাবো তার পা চাটতে…

সত্যজিত। এতো Sentimental হলে আর আজকাল চলে না।

বিশ্বনাথ। সত্তু, তোর এসব কথা বলতে লজ্জা করে না! Sentiment‌টা মানুষের কিছুই নয়? তার কোন দামই নেই? আশ্চর্য! তুই এসেছিস কালীর পক্ষ হয়ে ওকালতি করতে!

সত্যজিত। কিন্তু চাকরি করাটাই তো দাসত্ব।

বিশ্বনাথ। মানে! সমস্ত মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে? চমৎকার যুক্তি তোমাদের!…না না, আগে তো এমন ছিল না, রক্তের নতুন আস্বাদ পেয়েচে একদল লোক। তারা মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করতে চায় না। সব চেয়ে আশ্চর্য—তাদের রক্ষক হলো আজ আমাদের গবর্ণমেণ্ট!…যতো সব জুচ্চোরের দল। এদের Shoot করে মারা উচিত…

সুভদ্রা। আঃ! চেঁচামেচি করো না। ভুলে গেছ যে পাশের বাড়িতে কংগ্রেসী নেতা মিত্তির মশাই আছেন।

বিশ্বনাথ। [আরো জোরে] শুনবেন? শুনুক। শোনাই তো দরকার, লোকে আর কতকাল মুখ বুজে সহ্য করবে। আজ চীৎকার করে বলা দরকার…

সুভদ্রা। করো, খুব চীৎকার করো, পাড়ার লোক এসে জড়ো হোক।

[রেগে প্রস্থান। মনোজিতের প্রবেশ]

মনোজিত। তোমাদের কোম্পানীর দরজা বন্ধ হলো বাবা।

বিশ্বনাথ। বন্ধ হলো!

মনোজিত। হ্যাঁ, Lock-out—এই ত্থাখো।

[একখানি ছাপানো হাণ্ডবিল বাপের হাতে দেয়]

বিশ্বনাথ। তুই কোথা পেলি এটা?

মনোজিত। ট্রামে বিলি কচ্ছিলো। হাতে একটা পড়লো, নিয়ে এলাম।

বিশ্বনাথ। আশ্চর্য! একদিকে বলবে উৎপাদন বাড়াও—আরেক দিকে Lock-out!

সত্যজিত। হবেই তো। আমরাই মালিকদের সুযোগ দিচ্ছি। মোটে নেই আমাদের শক্তি, অথচ কথায় কথায় তাদের আমরা ধর্মঘটের হুমকি দিই। একে Political adventurism ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

মনোজিত। দাদা!

বিশ্বনাথ। না না, এতে চটবার তো কিছু নেই! কথাটা তো সত্যি। সবাই যদি একসঙ্গে না দাঁড়াতে না পারি···

মনোজিত। সবাইকে এক হতে দেবে কেন বাবা! টাকা দিয়ে দালাল পোষা কি এম্‌নি?

সত্যজিত। তোমাদের সঙ্গে কারো মতে অমিল হলেই সে দালাল! ধরে নাও সে ঘুসখোর!

মনোজিত। তুমিই তো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সত্যজিত। মনু!

মনোজিত। ধমকালেই তো হবে না। বলো না, সিনেমার গল্পের জন্যে কালী বোস তোমায় কত টাকা দেবে?

সত্যজিত। সিনেমার জন্যে গল্প দেওয়াটা বুঝি অপরাধ?

মনোজিত। যে কালী বোস বাবাকে অপমান কচ্ছে—সামান্য কিছু টাকার লোভে তার কাছে যাচ্ছ ধন্না দিতে—তোমার লজ্জা করে না দাদা!

সত্যজিত। পরের সৌভাগ্যে ঈর্ষা করাটা তোমাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ···

মনোজিত। সৌভাগ্য! হ্যাঁ, সৌভাগ্য বই কি! বাবার মর্যাদাকে ধুলোয় লুটিয়ে তুমি সৌভাগ্য কুড়োচ্ছ!

সত্যজিত। ইতরামিরও একটা সীমা থাকা উচিত। তোর কথাবার্তা শুনে ইচ্ছে হচ্ছে…

বিশ্বনাথ। থাম সতু, থাম—

সত্যজিত। শোনলেন, শোনলেন তো বাবা আপনি সব…

বিশ্বনাথ। হুঁ, শোনলাম। কিন্তু মনু যা বললো, সত্যি?

সত্যজিত। না বাবা। সমস্ত জিনিষকেই ওরা ওভাবে ঘুরিয়ে দেখে। ওটা একরকম হিস্টিরিয়া। কালীকা আমার গল্পটা দেখতে চেয়েছিলেন—আমি তাঁকে দেখিয়েচি।

বিশ্বনাথ। হুঁ! আপিষের এতগুলো লোকের রুটি বন্ধ করে কালী খুব সিনেমা নিয়ে মেতেছে!

মনোজিত। মাতবেনা কেন বাবা! পারমিটের পর পারমিট পাচ্ছে—বাংলা দেশের আজ সে একজন ভাগ্যবিধাতা—মন্ত্রীরা তাঁকে দস্তুর মতো তোয়াজ করে চলেন।

বিশ্বনাথ। কি করে যে কালীর এতো প্রতিপত্তি হলো!

মনোজিত। হলো বহু লোকের সর্বনাশ করে। বাংলার কংগ্রেস তো একরকম তার হাতের মুঠোয়।

বিশ্বনাথ। কংগ্রেসের আজ কি দুর্দশা। দেশের কথা, দশের কথা ভুলে গিয়ে কেবল ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি।—সত্যি বাংলার ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার।

মনোজিত। ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয় বাবা, অন্ধকার বর্তমান।

বিশ্বনাথ। তোরা আশাবাদী তাই…

মনোজিত। হ্যাঁ, আমরা আশাবাদী। আশায়ই লোক বেঁচে থাকে। এই অন্ধকার চিরদিন থাকতে পারে না বাবা…

বিশ্বনাথ। কি করে ঘুচবে?

মনোজিত। ঘুচবে সংগ্রাম করে।

বিশ্বনাথ। কে করবে সংগ্রাম?

মনোজিত। করবে না বাবা, কচ্ছে। কারখানায় শ্রমিক, ক্ষেতে কৃষক আর আপিষে দরিদ্র মধ্যবিত্ত কচ্ছে এই সংগ্রাম।

বিশ্বনাথ। সংগ্রাম করে কি হবে?

মনোজিত। এদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে।

বিশ্বনাথ। রাখো, রাখো, ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তোমরাও তাই করবে। আজ যাদের হাতে ক্ষমতা তারাও একদিন দেশের জন্যে কম করেনি—জেল খেটেছে—কত আশার কথা শুনিয়েচে—কৈ, আজ গরীবের কথা তাদের কারো মনে আছে? ক্ষমতা পাবার আগে সবাই ওরকম বড় বড় কথা বলে থাকে।...ধাপ্পা, ধাপ্পা, সব ধাপ্পা...

মনোজিত। না বাবা, সব ধাপ্পা নয়।

বিশ্বনাথ। নয়! ক্ষমতা পেলে তোমরা এরকম করবে না?

মনোজিত। না, নেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্যে জনসাধারণকে আমরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইনে। আমরা চাই তাদের সংগ্রামের একজন অংশীদার হয়ে তাদেরই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে। লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দরিদ্র জনসাধারণ যে ক্ষমতা অর্জন করবে, সে ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করবার শক্তি আর কারো থাকবে না।

সত্যজিত। A first class demagogue.

মনোজিত। যারা Hypocrite তারাই আজ সরে পড়বার মতলবে আছে।

সত্যজিত। আগুন দেখলেই পতঙ্গের মতন ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রবৃত্তি সবার নাও থাকতে পারে।

মনোজিত। হুঁ! চতুর লোক বিপদ থেকে সব সময়ই নিজেকে দূরে রাখে।

সত্যজিত। আর তোমরা লোকের বিপদকে ভাঙ্গিয়ে খাও।

মনোজিত। অর্থাৎ?

সত্যজিত। অর্থাৎ Sentimentকে Politically exploit করবার জন্যে তোমরা Immature time-এ Strike করাও। তাই প্রত্যেকটি ধর্মঘট নিয়ে আসে ব্যর্থতা এবং শ্রমিকদের মধ্যে অসম্ভব Demoralization.

মনোজিত। তোমাদের Mature time কবে আসবে জানিনে দাদা। কিন্তু না খেতে পেয়ে এদিকে যে ভারবাহী জীবগুলোর নাভিঃশ্বাস উপস্থিত।

সত্যজিত। অসময়ে ধর্মঘট করে বেকারের সংখ্যা বাড়ালেই বুঝি সমস্যা মিটবে?

মনোজিত। ঘরে বসে কেবল বই পড়ে যারা মার্ক্সবাদকে বুঝতে চায় তারা এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। কবে আসবে তোমাদের শুভদিন, অর্থাৎ পাঁজিতে লেখা থাকবে বিপ্লবের মহেন্দ্রক্ষণ!

সত্যজিত। না, Intellectually bankrupt হয়ে কোন রকমে একটা ইউনিয়নে ঢুকে দুদিন হৈচৈ করলেই খুব বড় মার্ক্সবাদী হয়ে ওঠা যায়।

মনোজিত। ইউনিয়ন করে কি হবে! খোল-করতাল বাজিয়ে Scientific socialism, scientific socialism বলে কের্তন গাইলেই তো লোকের সামনে স্বর্গরাজ্য নেবে আসবে।

সত্যজিত। তোমাদের Farsight এর অভাব আছে বলেই দু'পা এগিয়ে ভাবতে হয়—কোন্ পথে যাবো।

মনোজিত। বেশি দূরে তাকাও বলেই কাছের জিনিষ নজরে আসে না। তাছাড়া তোমাদের কোনো পথ চলারও বালাই নেই।

সত্যজিত। জনসাধারণকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া একটা Crime.

মনোজিত। সংগ্রামের দিনে মুখ ফিরিয়ে ঘরে বসে থাকা আরো বড় Crime.

সত্যজিত। বড় বড় কথা বললেই তো হলো না! Communism-এর তুমি কি বোঝ? সারা দুনিয়ায় আজ কমুনিস্টরা মার্ক্সবাদকে বিকৃত কচ্ছে। Scientific socialism আর তোমাদের স্ট্যালিন মার্কা Communism এক নয়।

মনোজিত। বেশি বোঝ কিনা, কাজেই সবই তোমাদের কাছে গোলকধাঁধা। কিন্তু একটা কথা জেনো—যে-নামই দেওয়া হোক সোনা সোনাই থাকে।

সত্যজিত। হুঁ! বাজারে গিল্টি করা জিনিষও নেই এমন নয়।

মনোজিত। খাঁটি কি গিল্টি করা সেটা জনসাধারণই পরখ করে নেবে।

সত্যজিত। জনসাধারণের কথা বলো না। তাদের যা বোঝাবে তারা তাই বুঝবে।

মনোজিত। হুঁ! তোমাদের মতো বুদ্ধিমানেরা তাই মনে করে; ভাবে ধাপ্পা দিয়েই বুঝি লোককে ভুলিয়ে রাখা যায়। কিন্তু চিরদিন লোককে ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যায় না দাদা। ...মজুর, চাষী, সাধারণ লোককে তোমরা যত বোকা মনে করো তারা তত বোকা নয়। তোমাদের মতো প্যাঁচালো বুদ্ধি তাদের না থাকতে পারে, কিন্তু সহজ কথাকে তারা খুব সহজেই বুঝতে পারে—বিশ্বাস না হয়, একদিন এসো আমার সঙ্গে তাদের মধ্যে, বুদ্ধির চালে হারজিত কার হয় দেখে নেবে...

[সুভদ্রার প্রবেশ]

সুভদ্রা। হাঁ রে! তোরা দুভায়ে কি খুনোখুনি করবি!

বিশ্বনাথ। তাই হবে—বোধ হয় তাই হবে—ভায়ে-ভায়ে খুনোখুনিই হবে এদেশে—ঠেকানো যাবে না। [প্রস্থান]

সুভদ্রা। তোরা কি ভাবলি বলতো! কারো সঙ্গে কারো যদি একটু মিল থাকতো! পাঁচটি পাঁচ অবতার।

সত্যজিত। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার অধিকার সবারই আছে মা। মনু কি জোর করেই এবাড়িতে তার মতবাদকে···

সুভদ্রা। রেখে দে তোদের মতবাদ। সংসার অচল হয়ে উঠলো, কর্তার চাকরি তো যায় যায়—দু'দিন বাদে ভিক্ষের জন্যে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে—সেদিকে কারো যদি একটু খেয়াল থাকতো! দিনরাত কেবল রাজনীতি, রাজনীতি, রাজনীতি! রাজনীতি করে কি পেট ভরবে? একেক জন তর্কবাগীশ হয়ে উঠেচেন!

সত্যজিত। মনু কোনো দোষ করলে তুমি তা দেখতেই পাওনা। ওর দিকেই তোমার যত টান—

[সত্যজিতের প্রস্থান। মনোজিত ঈষৎ হাসে]

সুভদ্রা। টান! তোমাদের কারো জন্যেই আমার টান নেই···

[একটা ভেজা রুমালে চোখ মুছতে মুছতে দীপকের প্রবেশ]

মনোজিত। কিরে, চোখ মুচ্ছিস কেন?

দীপক। টীয়ার গ্যাস দাদা।

সুভদ্রা। এঁ্যা! টীয়ার গ্যাস! [ছুটে গিয়ে দীপককে ধরে] কোথা গিয়েছিলি হতভাগা? তুই একদিন সর্বনাশ করে বসবি দেখচি। দেখি দেখি···

[দীপকের চোখ দেখতে চায়]

দীপক। কিছুই হয়নি মা। ও সেরে যাবে। দাদা, আমিও ছাড়িনি। [ঢিল ছুঁড়বার ভঙ্গী করে] ইয়া একখানা থান ইট শালার পুলিশকে···

সুভদ্রা। ওরে সর্বনাশা, এ করিসনি, করিসনি···তুই একদিন আমায় খাবি···

দীপক। করবো না কেন মা! ওরা আমাদের মিছিল বন্ধ করলো কেন?

মনোজিত। খুব গোলমাল হয়েচে?

দীপক। হ্যাঁ দাদা। পুলিশ এমন ভাবে গুলী করলো…

সুভদ্রা। গুলী! কি যে হয়েচে, কথায় কথায় গুলী।

মনোজিত। অহিংসাবাদীদের হাতে অস্ত্র পড়েচে কিনা মা, তাই গুলীর বহরটা কিছু বেশি।

সুভদ্রা। চল্ চল্, ভেতরে চল্। চোখ দুটো ভালো করে ধুয়ে দিই। এমন দস্যি হয়েছিস তুই যে আর বলার নয়।

[দীপককে নিয়ে সুভদ্রার প্রস্থান]

মনোজিত। এরা বালির বাঁধ দিয়ে চাচ্ছে বন্যার জল রোধ করতে! [নেপথ্যে হাঁক "মনোজবাবু আছেন?"] হ্যাঁ আছি। [দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে] কি খবর?

[একজন যুবক একটু এগিয়ে এসে মনোজিতের হাতে একখানি চিঠি দেয়। চিঠি পড়ে নিয়ে মনোজিত পকেট থেকে পেন্সিল বার করে চিঠির পিঠে লিখতে আরম্ভ করে। আরতির প্রবেশ]

দিদি, তুই আমার ব্যাগটা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে দে তো। কাপড় দু'খানা দিস, আর গামছাটা।

আরতি। কেন?

মনোজিত। বলচি। তুই আগে কাজটা কর।

[আরতি প্রস্থানোদ্যত]

তাড়াতাড়ি করিস। দেরি করিসনি যেন। আর হ্যাঁ, দেখ, আমার একটা কাপড় আর হাফ শার্টটা পাশের ঘরে আলনায় রেখে দিস।

[আরতির প্রস্থান। চিঠিতে নোট লেখা শেষ করে মনোজিত সেটা যুবককে দেয়। যুবক চলে যায়। মনোজিত দাঁড়িয়ে কি একটু চিন্তা করে। তারপর ভেতরের দিকে এগিয়ে যায়। আরতির পুনঃপ্রবেশ]

আরতি। আয়না-চিরুণী দেবো নাকি?

মনোজিত। বেশি থাকলে দিস।

[মনোজিতের প্রস্থান। আরতি ব্যাগের মধ্যে আয়না-চিরুণী, টুথব্রাস, পেস্ট ইত্যাদি ভরতে থাকে। বেশ পরিবর্তন করে অর্থাৎ ধুতি ও হাফশার্ট পরে মনোজিতের পুনঃপ্রবেশ]

মনোজিত। দিদি, তোকে যে যে কাজের ভার দিয়েচি ঠিক ঠিক করবি। হুঁসিয়ার হয়ে কথা বলবি। দাদার সঙ্গে কোন কথা নিয়ে বেশি তর্ক করিসনি···

[সুভদ্রার প্রবেশ]

সুভদ্রা। মনু, তুই অসময়ে কোথা বেরুচ্ছিস?

মনোজিত। কাজ আছে মা।

সুভদ্রা। কখন ফিরবি?

[মনোজিত নিরুত্তর]

কি, চুপ করে রইলি যে?

মনোজিত। কখন ফিরতে পারবো ঠিক নেই মা।

সুভদ্রা। সে কি কথা! এতো বেলায় না খেয়েদেয়ে বেরুচ্ছিস···

মনোজিত। ফেরবার উপায় নেই মা।

সুভদ্রা। ও! গালমন্দ করেচি বলে রাগ করেচিস?

মনোজিত। না মা, না, তোমার ওপর রাগ করবো আমি।

সুভদ্রা। তবে?

মনোজিত। আমার নামে বোধ হয় ওয়ারেণ্ট বেরিয়েচে।

সুভদ্রা। ওয়ারেণ্ট! কেন, কি করেচিস তুই!

মনোজিত। তেমন কিছুই নয়। হয়তো এমন কিছু করেচি যা আমাদের সরকার বাহাদুরের ভালো লাগেনি।

সুভদ্রা। [ধরা গলায়] মনু!

মনোজিত। কি মা?

সুভদ্রা। তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না ?

মনোজিত। হবে মা, হবে। তবে সোজা পথে আর আসা সম্ভব হবে না।...মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো।

সুভদ্রা। তাই আসিস বাবা, তাই আসিস। তোকে না দেখতে পেলে যে পৃথিবী আমার কাছে অন্ধকার হয়ে যাবে।

[কাঁদতে কাঁদতে সুভদ্রা ঠোঙার সব মিষ্টি মনোজিতের ব্যাগে পুরে দেয়]

মনোজিত। সবগুলোই আমায় দিলে মা !

সুভদ্রা। মনু, কি করে আমি অন্নজল মুখে দেবো বাবা।

[কান্নায় আকুল]

মনোজিত। কেঁদো না মা, কেঁদো না। আবার আসবো—আসবো বিজয়ীর মতো। আশীর্বাদ করো মা—আমরা যেন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি।

[পায়ের ধুলো নেয়। সুভদ্রা তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে। মনোজিত বিদায় হয়। সুভদ্রা ছলছল নয়নে চেয়ে থাকে। আরতি দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। পর্দা]

চতুর্থ দৃশ্য

[কোলকাতার উপকণ্ঠে একটি বাগানবাড়ি। একজন প্রৌঢ় মারোয়াড়ী হলঘরে ফরাসের ওপর বসে বার বার দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। প্রতিক্ষা করে করে সে বিরক্ত হয়ে উঠচে]

শেঠজী। [স্বগত] ক্যা তাজ্জব ব্যাপাব! এত্তো দেরি কোরলে কি হামাদের চোলে!...

[কালীনাথের প্রবেশ]

কালীনাথ। এই যে শেঠজী। একটু দেরি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বসে আছেন, না?

শেঠজী। আর বোলেন কেন? বোসে বোসে হামার পা ঝিন্‌ঝিন্‌ ধোরে গেল।

কালীনাথ। কি করি বলুন, পূজোয় বসেছিলুম।

শেঠজী। পূজা-আচ্চা তা হোলে অপনে কোরেন। ভগ্‌মন অপনে মানেন?

কালীনাথ। না হলে যে দু-কূলই যাবে শেঠজী। কেন আপনি মানেন না?

শেঠজী। হুঁ হুঁ! হামে তো মানেই। তোবে বোলছিলুম কি, বংগাল মুল্লক তো কমুনিস্ট বন্‌ গিয়া। আপলোক তো ভগ্‌মনকেও ফাঁসী দেবেন?

কালীনাথ। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ! [হাসি] তারপর বলুন কি খবর?

শেঠজী। খোবর আর কি। একটা ফয়সালা কিজিয়ে। চার মাহিনার কেরায়া বাকী। হয় কেরায়া চুকিয়ে দিন—না হোলে বাড়ি কিনে লিন।

কালীনাথ। আমি তো নিতেই চাচ্ছি—আপনি দাম কিছুতেই কমাবেন না, আমি কি করি বলুন।

শেঠজী। কেতনা?

কালীনাথ। ঐ, পয়ষট্টি হাজার।

শেঠজী। [মাথায় হাত দিয়ে] আরেঃ—ব্বাপরে! হামকো মুণ্ডি লিজিয়ে। রায় বাবু তো এক লাখ বিশ হাজার Offer দিয়া।

কালীনাথ। বেশ, তাকেই দিয়ে দিন। ফেলে রাখলে ঠকবেন, দেখচেন তো জমির দর নেবে আসচে।

শেঠজী। অপনে নিলেও তো বাড়ি রাখবেন না—চড়া দামে বেচে দিবেন। হামার খালি লোকসান হোবে।

কালীনাথ। আমি কি বলচি যে আমাকে বাড়ি দিতেই হবে!

শেঠজী। তো আপ বাড়ি ছোড় দিজিয়ে।

কালীনাথ। আরেকটা পেলেই ছেড়ে দেবো।

শেঠজী। তার জন্য তো আর হামে বোসে থাকতে পারে না! বাড়ি তো হামাকে বেচতে হোবে।

কালীনাথ। দিন না আমায় যোগাড় করে এরকম আর একটা বাগানবাড়ি।

শেঠজী। হামে কোথা পাবে। অপনে খুঁজে লিন।

কালীনাথ। তা হলে এটা আমি ছাড়ি কি করে বলুন। ছবির Shooting যে শীগ্গিরই আরম্ভ হবে।

শেঠজী। বেশ তো, কেরায়া দিয়ে দিন।

কালীনাথ। ভাড়ার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ক'মাসের ভাড়া বাকি! চার মাসের তো? বেশ, কাল সকালে আমার বাড়ি এসে চেক নিয়ে যাবেন।

শেঠজী। ও চেক-ফেক হামে লিব না কালীবাবু। দিনকাল ভালো না—হামে ক্যাশই লিবো।

কালীনাথ। আরে আমারই ব্যাঙ্কের চেক।

শেঠজী। তা হোক, ব্যাঙ্কের কি এখন বিশ্বোয়াস আছে?

কালীনাথ। আপনি আমায় অবিশ্বাস কচ্ছেন?

শেঠজী। না না, অবিশ্বোয়াসের কথা না, সেকথা হোচ্ছে না। বলছিলুম কি···

কালীনাথ। আচ্ছা, আপনাকে আর কষ্ট করে আমার বাড়ি যেতে হবে না। বাড়িতে বসেই টাকা পাবেন।

শেঠজী। [তোয়াজের স্বরে] আরেঃ! অপনে গোসা হোলেন নাকি?

কালীনাথ। না, আপনি যান। এ জন্যেই বলে লোকের উপকার করতে নেই।

শেঠজী। রাগ কোরচেন কেন কালীবাবু?

কালীনাথ। আপনাকে তখন জেলে পাঠালেই ভালো হতো। তিন লক্ষ টাকার মজুত কাপড় আপনার গুদোম থেকে বেরুলো, আমার একটা মুখের কথায় আপনি ছাড়া পেয়ে গেলেন। আর আজ সামান্য ক'টা টাকার জন্যে আপনি আমাকে অবিশ্বাস কচ্ছেন!

শেঠজী। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে] সেসব কথা তুলে লাভ কি কালীবাবু! হামার কত্তো টাকা বেরিয়ে গেলো···

কালীনাথ। কেস কোর্টে গেলে আপনার কত টাকা লাগতো?

শেঠজী। কিন্তু অপনাদের খুশি করতেও হামার কম রূপেয়া লাগেনি।

কালীনাথ। [কুপিতকণ্ঠে] ও!

শেঠজী। না না, হামে সে কথা বোলছি না। বোলছি কি—গান্ধী ভাণ্ডারে তো হামার মোটা টাকা দিতে হইছে।

কালীনাথ। তা না হলে আপনার তখন জেল হতো।

শেঠজী। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। [উচ্চহাসি] ইটা অপনি কি বোল্লেন! টাকা দিলে কি না হোয়।

কালীনাথ। ও! আচ্ছা, দেখা যাবে।

শেঠজী। অপনি কারবারী লোক—অত্তো রাগ কোরলে কি চলে!

কালীনাথ। না না, দেখচি তো, বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের আপনারা কি চোখে দেখে থাকেন।

শেঠজী। পোর্‌ভিন্সিয়ালিজম্ তুলবেন না কালীবাবু। কেন, হামারা কমুনিটি কি অপনাকে সাহায্য কোরেনি? পাকিস্থানে মাল চালান দিয়ে তো অপনি এত্তো টাকা কামালেন—লছমীপরসাদ সাহায্য না কোরলে কি অপনি পাত্তেন?

কালীনাথ। হুঁ! আমার কাঁধে বন্দুক রেখে···

শেঠজী। কিন্তু মাল তো তারই।

কালীনাথ। ঝক্কিটা আমারই?

শেঠজী। তা ঝক্কি না নিলে কি ব্যবসা হোয় কালীবাবু।

কালীনাথ। মুনাফার মোটা অংশটা সেই নিয়েচে।

শেঠজী। [জিভ কেটে] ছিঃ! এমন কথা কেন বোলচেন। অপনার সঙ্গে যা চুক্তি ছিল তাইতো অপনে পাইবেন।

কালীনাথ। গত মাসে কাস্টম অফিসারকে দু'হাজার টাকা ঘুস দিতে হলো।

শেঠজী। তা অপনার আদমী ধরা পড়লো তো সে কি কোরবে?

কালীনাথ। ঘুসের টাকাটা আমার পকেট থেকেই গেল।

শেঠজী। দু'হাজার গেল—লেকিন পন্দের হাজার তো অপনি পেলেন।

কালীনাথ। এতো Risk নিয়ে আর আমি ব্যবসা করবো না।

শেঠজী। No risk no gain, কালীবাবু। পাকিস্থানের মতো অপনি বাজার পাবেন কোথা? আর অপনার ডোর কি—মিনিস্টররা তো অপনার হাতের লোক আছে।

কালীনাথ। আপনাদের পাঁচজনের জন্যে এত তদ্বির করতে হয় আমাকে যে মিনিস্টাররা দস্তুর মত বিরক্ত হয়ে উঠচেন আমার ওপর।

শেঠজী। তা একটু-আধটু কোরতে হয় বই কি—পরের জন্য তদ্বির না কোরলে…

কালীনাথ। নাঃ, এসব আমি ছেড়ে দেবো—লাভ নেই বাণিজ্যে কচকচি সার।

শেঠজী। [হেসে] বহুৎ আচ্ছা বাদ্ কালীবাবু। মগড় হামার জন্যে থোরা সিমণ্ট বহার করে দিতে হোবে। অপনারই স্থবিস্তা হোবে—এই বাড়ি রিপয়ার করিয়ে দিবো।

কালীনাথ। কত বস্তা?

শেঠজী। এই…ধরুন, পাঞ্চ শ' বস্তা।

কালীনাথ। বাড়ি Repair করতে পাঁচশো বস্তা! আমার দ্বারা হবে না। পুরশ্রী সিনেমা হলের জন্যে এই সেদিন হাজার বস্তা সিমেণ্ট আদায় করে দিয়েচি। ক'দিন যেতে না যেতেই আবার এত সিমেণ্টের পারমিট পাওয়া যাবে না।

শেঠজী। অপনি চেষ্টা কোরলেই হোয়ে যাবে কালীবাবু। হামার জন্য একটু তকলিফ করুন।

কালীনাথ। না না, আমি পারবো না।

শেঠজী। দোরকার থাকে অপনিও কিছু লিবেন। লেকিন কাজটা হামার কোরে দিন। ঠোকবেন না বোলচি।

কালীনাথ। আপনারা বড্ড জ্বালাতন করেন। আচ্ছা দেখা যাবে, দেখা যাবে। আরেক দিন আসবেন।

শেঠজী। [হেসে] আচ্ছা, আসবো আসবো, জ্বালাতন কোরতে আরেকদিন আসবো। [উঠে অভিবাদন জানিয়ে] রাম রাম!

কালীনাথ। রাম রাম।

শেঠজী। কেরায়ার টাকার জন্য অপনি ভাববেন না কালীবাবু। ও যখন খুসী দিবেন। রাম রাম।

[প্রস্থান]

কালীনাথ। চাঁদ! প্যাঁচে না পড়লে তোমরা সোজা হও না।

[ভেতর থেকে কণিকার প্রবেশ]

কণিকা। বাব্বাঃ! লোকটা কি বকবক কচ্ছিল।

কালীনাথ। ওরা ঐরকমই বকে। যাক, সত্যজিত তাহ'লে রাজী হয়েচে।

কণিকা। হয়েচে, কিন্তু তার জন্যে আমাকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি।

কালীনাথ। হবে হবে, আমি জানতুম ও রাজী হবে। এতদিন কল্পনা-জগতে ঘুরে বেড়াতো, তাই ভাবতো এই দেশটাও বুঝি রুশ দেশই হয়ে গেছে। আরে ভারতের একটা ঐতিহ্য আছে তো। এদেশে কত বিরুদ্ধ মত, বিরুদ্ধ আদর্শের সমন্বয় হয়েচে...

[সত্যজিতের প্রবেশ]

আরেঃ! তুমি! তোমার কথাই তো হচ্ছিল। বহুদিন বেঁচে থাকবে। সুখী হলুম শুনে, তুমি আমার যুক্তিগুলো মেনে নিয়েচ।

সত্যজিত। আপনার সব যুক্তি আমি মেনে নিতে পারিনি, তবে মূল বিষয়ে আমরা একমত।

কালীনাথ। তা হলেই হলো। সাহিত্যক্ষেত্রে সামান্য দু'একটু মতবিরোধ তো থাকবেই। দ্যাখো, কমুনিজম তো আর খারাপ জিনিষ নয়, আমরাও তাই চাই; তবে ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

কণিকা। উঃ! আপনাদের রাজনীতির কচকচি শুনে মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌

করে কাকাবাবু। একটা সিনেমার বই হবে তাতেও কি রাজনীতি !

কালীনাথ। একে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই কণা। সমাজদেহে আজ নানারূপ ব্যাধি, তাকে নিরাময় করতেই হবে। একজন ঘি-ভাত খাবে, আরেক জনের ভাগ্যে নুনভাতও জুটবেনা, এ বেশিদিন চলতে পারে না। প্রচুর উৎপাদন করে লোকের অভাব মেটাতে হবে।

সত্যজিত। ঐখানেই আপনাদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ। উৎপাদন বাড়ালেই লোকের অভাব মেটে না···

কালীনাথ। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ! [উচ্চহাসি] বুঝেচি, বুঝেচি, বলতে চাও লোকের অভাব মেটাবার জন্যে আমরা উৎপাদন বাড়াইনে, বাড়াই মুনাফার জন্যে ?

সত্যজিত। তা বই কি! মুনাফা কম হচ্ছে দেখলে আপনারা অনায়াসে কল-কারখানা বন্ধ করে দিতে পারেন।

কণিকা। দাদা, তুমি চুপ করো তো। রাজনীতি ছাড়া কি তুমি কথা বলতে পারো না !

কালীনাথ। তারপর তোমার বাবার খবর কি ?

সত্যজিত। বাবা বোধ হয় আপনার কাছে আসবেন।

কালীনাথ। আসবেন! কবে ?

সত্যজিত। আজই। হয়তো এতক্ষণে রওনাও হয়েচেন।

কালীনাথ। কেন, কি ব্যাপার বলো তো ?

সত্যজিত। তাঁকে আমি বলেকয়ে রাজি করিয়েচি।

কালীনাথ। কণা সম্বন্ধে ?

সত্যজিত। না, তাঁর চাকরি সম্বন্ধে।

কণিকা। বাবাকে এখানে আসতে বললে কেন দাদা ?

কালীনাথ। তোমার ভয় নেই কণা। আমি সব Manage করবো।

সত্যজিত। ব্যাপারটাকে আর গড়াতে দেওয়া উচিত নয়; একটা মিটমাট করে ফেলাই ভালো।

[প্রস্থানোদ্যত]

কালীনাথ। নিশ্চয়ই.........কিন্তু তুমি ?...

সত্যজিত। আমি এখন চলে যাবো। বাবা দেখলেই ভাববেন, আমি আপনার সঙ্গে সলাপরামর্শ করে এসব কচ্ছি।

কালীনাথ। বাঃ বাঃ! তোমার তো বেশ বৈষয়িক বুদ্ধি আছে দেখচি। তোমার মা খামকাই আফসোস করেন যে, সতু সংসারী হলো না।

সত্যজিত। [আহত কণ্ঠে] হুঁ !...আচ্ছা, আমি যাই।

কালীনাথ। [সহাস্যে] এসো এসো।

[সত্যজিতের প্রস্থান]

সত্যজিতকে আমার বেশ ভালো লাগে, বুদ্ধিমান ছেলে। মনোজ বোধ হয় একটু একরোখা—না ?

কণিকা। ভয়ানক! বাড়ি শুদ্ধ সবাই তাকে ভয় করে!

কালীনাথ। হয়, উগ্র রাজনীতি করলে ওরকম হয়।...বিচিত্র এ জগৎ কণা, আরো বিচিত্র মানুষের মন! কখন কেন যে মানুষ কি করে সে নিজেই জানে না। এই যে মানুষের সঙ্গে মানুষের, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর বাহ্যিক সম্পর্কটা আমরা দেখতে পাই, স্থূল দৃষ্টিতে সেটাকেই আমরা পরম সত্য বলে ধরে নিই; কিন্তু এর বাইরেও হয়তো এমন একটা সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম যোগাযোগ রয়েচে যেটাকে আমরা উপলব্ধি করি, কিন্তু ধরতে পারিনে বলে তাকে স্বীকার করতে চাইনে...নয়?

কণিকা। স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা, এগুলো তো সূক্ষ্ম ভাবেই থাকে।

কালীনাথ। অথচ ব্যবহারিক জীবনের নিক্তিতে মাপতে যাও, দেখবে অনেক সময়ই এগুলো ধরা দেয় না।

কণিকা। আপনার মধ্যে একটা শিল্পী মন লুকিয়ে আছে।

কালীনাথ। কিন্তু আনাহারে সেটা দিনদিন শুকিয়ে মরচে [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে] দুঃখ হয় কণা, যাকে নিয়ে ঘর কচ্ছি, সোনাগয়না ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না! অর্থের আমার অভাব নেই···কিন্তু মনের বুভুক্ষা মেটায় কে?

[কণিকার দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। কণা সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়]

তাই সময় সময় যে একটুআধটু নেশা আমি করে থাকি, সে আমার অন্তরের এই রিক্ততাকে ভরে দেবার জন্যে। খাবে···খাবে একটু ভিম্‌টো আজ?

কণিকা। না, ও ছাইভস্ম আমি আর খাবো না। ও আবার মানুষে খায়।

কালীনাথ। আমিও একদিন তাই ভাবতুম। অভ্যেস হলো আমার যুদ্ধের বাজারে···ওটা না হলে কনট্রাক্ট যোগাড় হয় না। এখন দেখচি মন্দ নয়, দুর্বল মস্তিষ্কে ওটা টনিকের কাজ করে। তোমার কাকীমার বিষম আপত্তি···আমি তাতে প্রশ্রয় দিইনে, কারণ ওটা একটা Prejudice ছাড়াতো কিছু নয়।··· জানো···

[একজন চাপরাসীর প্রবেশ। সে একটা শ্লিপ কালীবাবুর হাতে দেয়]

ও! আসতে বলো।

[চাপরাসীর প্রস্থান]

কণিকা। কে?

কালীনাথ। তোমার বাবা। পাশের ঘরে যাও।

কণিকা। আমি এখানে আছি বাবাকে বলবেন না কিন্তু।

কালীনাথ। পাগল নাকি!

[কণিকার প্রস্থান। কালীনাথ বসে একটা সিগারেট ধরায়]

[বিশ্বনাথবাবুর প্রবেশ]

বিশ্বনাথ। কণা তোমার এখানে এসেচে কালী ?

কালীনাথ। [অপ্রস্তুত হয়ে] কণা ! না:। আমার এখানে কণা আসবে কেন !

বিশ্বনাথ। আসবে কেন, তাইতো…এখানেই বা আসবে কেন !… যেমন মা তেমন তার মেয়ে…

[প্রস্থানোদ্যত]

কালীনাথ। বসুন।

বিশ্বনাথ। না, বসবো কি, আমার কি আর সোয়াস্তি আছে। কাল রাত্রে কি সামান্য একটু কথা হয়েচে—আজ ভোরে উঠেই কাউকে কিছু না বলে মেয়ে পিট্টান। সতুকে পাঠালাম খোঁজ করতে—তা সে ছেলেরও তো দেখা নেই। এদিকে ওর মার কান্নাকাটি। কি যে অশান্তি। ভালো আছ কালী, ভালো আছ, ছেলেপিলে হয়নি, ভালো আছ।

[চেয়ারে উপবেশন]

কালীনাথ। কি নিয়ে এমন কথা হল যে…

বিশ্বনাথ। আর বলো কেন! কোথায় নাকি কোন্ সিনেমায় নাববে, এ নিয়ে বাড়িতে ঝগড়াঝাটি। আমিও মাথাটা ঠিক রাখতে পারিনি, রাগের মুখে বলে ফেললাম—গেরস্ত ঘরের মেয়ে, সিনেমায় নাববে তো আমার অন্ন ধ্বংস করা কেন—শেষ পর্যন্ত যেখানে স্থান হবে সেখানেই যাও।

কালীনাথ। এতটা বলা…

বিশ্বনাথ। না না, আমি এতটা বলতাম না। কিন্তু সব কথাই ওরা আমার কাছে চেপে যায়।…শুনচি সতুর নাকি কি একটা বই হচ্ছে …আর…তা নাকি তুমিই…

কালীনাথ। এখনো পর্যন্ত কিছুই স্থির হয়নি—তাছাড়া কণা সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্তি থাকতে পারেন।

বিশ্বনাথ। না না, ও যে তেমন একটা কিছু করে বসবে এ বিশ্বাস আমারও নেই। তবে একগুঁয়ে কিনা—যা করতে বারণ করা হবে ঠিক তাই সে করবে। ···দেখি, কোথা গেল···

[গাত্রোত্থান]

কালীনাথ। একটু বসুন।

[বিশ্বনাথ পুনরায় উপবেশন করে। কালীনাথ ভেতরে চলে যায়। বিশ্বনাথ বসে দেয়ালে টাঙানো অর্ধনগ্ন নারীর ছবিগুলো দেখতে থাকে। কালীনাথ ভেতর থেকে কিছু নোট নিয়ে আসে]

এই নিন।

বিশ্বনাথ। কিসের টাকা!

কালীনাথ। আপনার এ মাসের মাইনে।

বিশ্বনাথ। মাইনে!

কালীনাথ। হ্যাঁ। আপনি তো Advance নিয়েই সংসার চালান, মাইনের তারিখে আর কত টাকা পান।

বিশ্বনাথ। কারখানায় Lock-out···

কালানাথ। [হেসে] তা হোক না। এই দুর্দিনে কি করে চলবে আপনার সংসার! [সহানুভূতি প্রকাশের জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে] মধ্যবিত্তের দুঃখ আমি বুঝি দাদা। নিন্।

বিশ্বনাথ। [ইতস্ততের সহিত নোটগুলো নিয়ে] কালী···

কালীনাথ। না না, এতে ইতস্তত করবার কিছু নেই। গোলযোগের জন্যে সাময়িক ভাবে কারখানা বন্ধ রেখেছি বলে আপনাদের শুকিয়ে মারবো! তাছাড়া আপনি এতদিন বিশ্বস্তভাবে কাজ করেছেন, আজ যদি আপনার কাজ করতে ইচ্ছে না হয় নাই করবেন।

আপনাকে বসিয়ে রেখেও মাস মাস কিছু করে দিলে কোম্পানী ফতুর হয়ে যাবে না।

বিশ্বনাথ। [নোটগুলো মণিব্যাগে রেখে] আমায় না হয় দিলে—কিন্তু এতগুলো লোক···

কালীনাথ। যারা Loyal তারা সবাই পাবে।

বিশ্বনাথ। [একটু ক্ষুব্ধ হয়ে] Loyal! অর্থাৎ তোমার প্রতি যারা Loyal?

কালীনাথ। [একটু সামলে নিয়ে] না না, আমার প্রতি কেন হবে। যারা কোম্পানীর প্রতি Loyal তারাই পাবে।

বিশ্বনাথ। হুঁ! এক কথাই হলো।···আচ্ছা, ওঠা যাক। [দাঁড়িয়ে] তা হলে ছুটির দিনে আজকাল তোমাকে এখানেই পাওয়া যায়?

কালীনাথ। হ্যাঁ, আসি মাঝে মাঝে। কোলকাতায় থাকলেই নানা-রকম ঝামেলা···

[বিশ্বনাথ প্রস্থানোদ্যত হয়। ইতস্ততের ভাব দেখিয়ে]

দেখুন, আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করবো ভাবছিলুম—যদি কিছু মনে না করেন···

বিশ্বনাথ। বলো।

কালীনাথ। আর কিছুই নয়। আচ্ছা, সেদিন কারখানার গেট ভেঙ্গে যারা ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করেছিলো তাদের Ring-leader কে, বলতে পারেন?

বিশ্বনাথ। [প্রতিবাদের স্বরে] আমি কি করে জানবো?

কালীনাথ। [হেসে] না না, রাগ করবেন না। আমি কেবল জানতে চাচ্ছি, সে বাইরের লোক না ভেতরের লোক?

বিশ্বনাথ। তোমার দালালরা কি বলেচে?

কালীনাথ। [হেসে কথাটা হাল্কা করে উড়িয়ে দেবার ছলে] দালালরা কি কখনো সত্যি কথা বলে?

বিশ্বনাথ। বলো কি! তারাই তো তোমাদের চোখকান।

কালীনাথ। সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পাচ্ছিনে বলেই তো আপনাকে জিগ্যেস কচ্ছি।

বিশ্বনাথ। [ক্রুদ্ধভাবে] কালী, আমি জানি তুমি বুদ্ধি রাখো। কিন্তু আমার সঙ্গে চালাকি করা তোমার সাজে না।

কালীনাথ। এটা চালাকি বলে মনে কচ্ছেন কেন?

বিশ্বনাথ। চালাকি নয়! তুমি কি মনে করেচ, ছাব্বিশ বছর ধরে এই কোম্পানীতে আমার আর কোনো কাজ ছিল না—কেবল গোয়েন্দাগিরি করেচি?

কালীনাথ। আহা-হা-হা—আপনি ওভাবে নিচ্ছেন কেন?

বিশ্বনাথ। বুঝেচি, বুঝেচি, আর বলতে হবে না। একটা বিরাট পরিবারের কথা ভেবে সব সময় মাথা ঠিক রাখতে পারিনে বলে তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসচি, আব তুমি চাচ্ছ আমার এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে!···না না, তোমার দোষ কি, তোমার দোষ কি···আমারই আসা অন্যায় হয়েচে।

[মণিব্যাগ থেকে নোট বার করে]

কালীনাথ। আপনি সরল লোক বলেই বুঝতে পাচ্ছেন না এরা কতখানি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। [সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টায় কণ্ঠস্বর একটু অন্যরকম করে] শুনলে আপনি শিউরে উঠবেন—ওরা আমায় খুন করবার জন্যে ষড়যন্ত্র কচ্ছে।

বিশ্বনাথ। জানিনে। এটা তোমার আতঙ্কও হতে পারে।

[একটা পেপারওয়েট দিয়ে টিপয়ের ওপর নোটগুলো চাপা দেয়]

কালীনাথ। আতঙ্ক! হুঁ—উ! জানলেও আপনি বলবেন না, কারণ আপনিও আজ ওদেরই দলে।

বিশ্বনাথ। [খুব রেগে] অর্থাৎ আমি হত্যার ষড়যন্ত্র কচ্ছি?

কালীনাথ। দুঃখ হয় আপনাদের মতো লোকের জন্যে। সরল বিশ্বাসে আপনারা গরল পান করে বসেন। বিপদের মুখে আপনাদের ঠেলে দিয়ে ধূর্তের দল পেছন থেকে সরে পড়ে, আর আপনাদের যত আক্রোশ এসে পড়ে আমাদের ওপর।

বিশ্বনাথ। ভালো সবাই।

কালীনাথ। বেশ তো, আমারা ভালো না হই, এই গবর্ণমেণ্ট ভালো না হয়—আপনারা জনসাধারণ তার পরিবর্তন করুন···

বিশ্বনাথ। আমরা জনসাধারণ! আর তুমি? তুমি অসাধারণ?

কালীনাথ। না না, তর্কের খাতিরে বলছিলুম···

বিশ্বনাথ। ঠিকই বলেচ। যুক্তিগুলো তোমার কোটিপতির মতোই। আশ্চর্য পরিবর্তন!

কালীনাথ। আপনি ভুল কচ্ছেন দাদা। দরিদ্র হলেও আমি একথাই বলতুম—কারণ এর মধ্যে রয়েচে আদর্শের প্রশ্ন।

বিশ্বনাথ। আদর্শ! আদর্শটা কি? একের ভাগ্যে সব অন্যের ভাগ্যে জল?

কালীনাথ। গান্ধিজী তো সেকথা বলেননি।

বিশ্বনাথ। গান্ধিজীর দোহাই আর দিও না। স্বার্থের জন্যে অহিংসার অবতার বুদ্ধের মূর্তির সামনে লোক জাতিহত্যার শপথ গ্রহণ করেচে, ইতিহাসে এর প্রমাণের অভাব আছে কিছু?

কালীনাথ। মানলুম। কিন্তু আপনি কি মনে করেন, দুটো এসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে, তিনটে পটকা ফুটিয়ে এর সমাধান হবে? এ তো সন্ত্রাসবাদ।

বিশ্বনাথ। হুঁ, সন্ত্রাসবাদ! কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোকের বাঁচবার দাবীকে কয়েকটা বন্দুকের সাহায্যে যে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা হচ্ছে—তাকে কোন্ 'বাদ' বলবে?

কালীনাথ। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টেরই দায়িত্ব।

বিশ্বনাথ। শান্তি! কাদের শান্তি? তোমাদের শান্তি তো?

কালীনাথ। মালিকের ওপর জুলুম হলে গবর্ণমেণ্ট তাকে রক্ষা করবে না।

বিশ্বনাথ। নিশ্চয়ই। মালিকে শ্রমিকে যেখানে বিরোধ সেখানে গরীবের গবর্ণমেণ্ট মালিকের পক্ষ নেবে বই কি!

কালীনাথ। উল্টো কথা বললেন দাদা। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের তো পক্ষপাতিত্ব দেখছি শ্রমিকের দিকে।

বিশ্বনাথ। হুঁ, যেমন তোমার কারখানায় লোকগুলো কাজ কচ্ছিলো, অকস্মাৎ পুলিশ এসে তাদের জোর করে বার করে দিলো। শ্রমিক-দরদী বলেই তো সশস্ত্র পুলিশ দিনরাত তোমার কারখানা পাহারা দিচ্ছে।

কালীনাথ। না হলে তারা Sabotage করতো।

বিশ্বনাথ। যুক্তি বটে! কারখানা ধ্বংস করলে লোক খাবে কি করে?

কালীনাথ। সে বুদ্ধি কি সবার আছে?

বিশ্বনাথ। যারা মেহনৎ করে খায় তাদের নিশ্চয়ই আছে।

কালীনাথ। কিন্তু বাইরের লোকের প্ররোচনায় পড়ে তো মানুষ অনেক কিছু করে।

বিশ্বনাথ। প্ররোচনায় পড়ে নিজের পরিজনকে কেউ অনাহারে রাখতে চায় না কালী।

কালীনাথ। আপনি বলতে চান, কারখানা ধ্বংসের কোন চেষ্টাই হয়নি।

বিশ্বনাথ। না, আমি যতদূর জানি তা হয়নি। কিন্তু কিছু লোকের রুটি মেরে তুমি যদি আর কিছু লোক দিয়ে কারখানা চালাবার চেষ্টা করো, তবে তারা তো কারখানা বন্ধ করতে চাইবেই।

কালীনাথ। আমার যদি অতো লোকের দরকার না থাকে ?

বিশ্বনাথ। এত বড় কোম্পানী—মুনাফাও কম হচ্ছে না। সেখানে পনেরটা লোক হঠাৎ বেশি হয়ে পড়লো—এ তারা বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না।

কালীনাথ। আমার কোম্পানীতে আমি কমুনিস্ট রাখবো না।

বিশ্বনাথ। কমুনিস্ট বলে তো তাদের গায়ে ছাপ মারা নেই।

কালীনাথ। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের রিপোর্ট আছে।

বিশ্বনাথ। ও! পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে কারখানা চালাবে ? বেশ চালাও। এক কাজ করো না—কোম্পানীর অফিসটা নিয়ে লাল-বাজারেই বসাও, অনেক সুবিধে হবে।

কালীনাথ। তাতে আপনার একটু অসুবিধে হতে পারে ; কারণ বাড়িটি তো একটি কমুনিস্ট Den করে তুলেচেন।

বিশ্বনাথ। [উত্তেজিত হয়ে] কি ! কি বললে কালী ! আমার বাড়ির কথা বললে ! Don't hit bellow the belt.

কালীনাথ। চটলে হবে কি—সত্যি কথাই তো বলেচি। মেজো ছেলেটি আপনার আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে, বড় মেয়েটি তো আপনার বাড়িতে কমুনিস্টদের পোস্ট অফিস বসিয়েচে। তাদেরই Evil influence পড়েচে আপনার ওপর।

বিশ্বনাথ। চুপ করো কালী। Evil influence ! Evil influence কাকে বলে আমি জানি। আমার বাড়িতে আমার ছেলেমেয়ে কি কচ্ছে না কচ্ছে তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন ?

কালীনাথ। আপনার মাথা খারাপ হয়েচে।

বিশ্বনাথ। কি ! আমার মাথা খারাপ হয়েচে !

কালীনাথ। তা নয় তো কি ? ভালো কথা শোনবার মতো ধৈর্যও আপনার নেই।

বিশ্বনাথ। Oh ! Sermon from a devil !

কালীনাথ। আপনি বাড়ি যান তো।

বিশ্বনাথ। যাবো না কি তোমার এখানে থাকতে এসেচি !···আসতাম না, আসতাম না আমি এখানে···ঐ সতু, সতুর কথায় এসে—এতো অপমান ···

[প্রস্থানোদ্যত]

কালীনাথ। [নোটগুলো হাতে নিয়ে] টাকা রেখে যাচ্ছেন কেন ? এগুলো তো আর দোষ করেনি।

বিশ্বনাথ। এ টাকা আমার সহ্য হবে না, খেলে পারার মতো গা দিয়ে ফুটে বেরোবে।

[দ্রুত প্রস্থান]

কালীনাথ। A crazy fellow ! ভাঙ্গবে তো মচকাবে না। আচ্ছা ! [টাকা পকেটে রেখে] দেখা যাবে এ দম্ভ শেষ পর্যন্ত থাকে কিনা···

[কণিকার প্রবেশ]

কণিকা। গরীবের আত্মসম্মানবোধকে বুঝি আপনারা দম্ভ মনে করেন ?

কালীনাথ। [একটু অপ্রস্তুত হয়ে] না না, ঠিক তা নয়, তা নয়। আমি বলছিলুম···যারা চাকুরিজীবী···

কণিকা। তাদের আবার এত বড়াই কেন ? কিন্তু গরীবের এ বড়াই বোধহয় চিরদিনই থাকবে কাকাবাবু।

কালীনাথ। এই তো মুশকিল করলে। আবার সেই রাজনীতি ! তুমি শিল্পী—তুমি কেন আসবে এ সবের মধ্যে ?

কণিকা। শিল্পীরাও মানুষ, ইঁটপাথর নয়। যাকগে, আপনার বইয়ের জন্যে অন্য মেয়ে খুঁজুন।

কালীনাথ। কি বলচো তুমি কণা !

কণিকা। না বুঝবার মতো কিছু বলিনি। আমার আশা ছেড়ে দিন।

কালীনাথ। বললেই হলো! ব্যাপারটা কি এতই সোজা?

কণিকা। কেন? কিছু টাকা দিয়েচেন বলে?

কালীনাথ। না না, তা বলচিনে···শুধু টাকার জন্যে যে তুমি আসনি সে আমি জানি।

কণিকা। কিসের জন্যে আসা?

কালীনাথ। তাইতো। প্রশ্নটা যতো সহজ উত্তরটা ততো সহজ নয় কণা। নিজেকেই প্রশ্ন করে দেখো, তুমি কি কয়েকটা টাকার জন্যেই এখানে ছুটে আসো?

কণিকা। আপনার কি মনে হয়?

কালীনাথ। তোমাদের—মানে মেয়েদের অতো ছোট করে আমি ভাবতে পারিনে। টাকা দিয়ে হয়তো সবই কেনা যায়, যায় না শুধু তোমাদের মন। তোমার শিল্পী মন খুঁজছিলো একটি সমঝদার লোক—নয়?

কণিকা। তারপর?

কালীনাথ। তারপর?···অভয় দাও তো বলি।

কণিকা। আপনি নির্ভয়ে বলুন।

কালীনাথ। তোমার বিদ্রোহী মন মানলো না বয়েসের সীমারেখা—লতার মতো আঁকড়ে ধরলে আমায়···আমার সঙ্গ তোমার ভালো লাগে, আমার কথা তোমার কানে মধু ঢেলে দেয়···

কণিকা। [উত্তেজিত হয়ে] না না, এসব মিথ্যে, মিথ্যে কথা···

কালীনাথ। মিথ্যে! দিনের পর দিন যে প্রবল আকর্ষণ তোমায় টেনে নিয়ে আসে তা মিথ্যে?

কণিকা। [আরো উত্তেজিত হয়ে] হ্যাঁ, মিথ্যে···মিথ্যে···আপনি বানিয়ে বলচেন···সব মিথ্যে···

কালীনাথ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! [বিকট হাসি] ধরা পড়ে গিয়েছ তাই এতো ভয়।

[কণার হাতটা চেপে ধরে। কণা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সমরেশ ও পুষ্প দ্রুতগতিতে প্রবেশ করে। তাদের দেখে কালীবাবু কণিকার হাত ছেড়ে দেয়]

সমরেশ। [কণিকাকে] বাঃ! বেশ লোক তুমি! মা তোমার জন্যে কেঁদে আকুল, আর তুমি এসে এখানে বসে আছ! চলো, চলো…

কণিকা। না, আমি যাবো না।

সমরেশ। যাবে না!

কালীনাথ। না, ও যাবে না। আপনি এখানে কার কথায় ঢুকলেন?

পুষ্প। আমার কথায়।

কালীনাথ। ও! তোমার কথায়! আচ্ছা…

[কালীনাথ ছুটে গিয়ে ফোন্-রিসিভারটা হাতে নেয়। কণা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর হাতটা খপ করে ধরে]

কণিকা। আপনি ফোন করতে পারবেন না।

কালীনাথ। না না, ছাড়ো। ভদ্রলোকের বাড়ি ট্রেসপাস! ওকে আমি পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করবো।

কণিকা। আপনাকেও তাহলে উল্টো চার্জে পড়তে হবে।

কালীনাথ। উল্টো চার্জে!

কণিকা। হ্যাঁ, উল্টো চার্জে। বাগে পেয়ে একটা ভদ্রমেয়েকে অপমান করেচেন—বুঝতে পাচ্ছেন?

কালীনাথ। ও! আচ্ছা… [রিসিভারটা রেখে দেয়]

কণিকা। [সমরেশকে] চলুন।

সমরেশ। হ্যাঁ, চলো। [কালীনাথকে] আচ্ছা, নমস্কার।

[কণিকা ও সমরেশ চলে যায়। কালীনাথ একটা কৌচে গিয়ে বসে। পুষ্প চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। খানিকক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটে]

কালীনাথ। [শ্লেষের সুরে] কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও···বেশ তো জুটিয়েচ একটি।

পুষ্প। [দৃঢ়কণ্ঠে] হ্যাঁ, জুটিয়েচি। হিংসে হচ্ছে?

কালীনাথ। এঁ্যা!···হ্যাঁ, একটু হচ্ছে বই কি···তোমার এমন রূপ-যৌবন।···ছোকরার রুচির তারিফ করতে হয়···

পুষ্প। কি ইতর!

কালীনাথ [সামান্য উত্তেজিত হয়ে] কি কি···কি বল্লে, কি বল্লে?··· হুঁ, এতো উন্নতি হয়েচে তোমার!

পুষ্প। হ্যাঁ, হয়েচে। [ক্ষোভে ও অভিমানে ভেঙ্গে পড়ে] আর পারিনে··· তোমার জন্যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারিনে···

কালীনাথ। ও! তা যেখানে গেলে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সেখানে গেলেই হয়।

পুষ্প। হ্যাঁ, যাবো, তাই যাবো···পথে পথে ভিক্ষে করে খাবো তবু···তবু এত অপমান আর আমি সহ্য করবো না···

[দ্রুতপদে প্রস্থানোদ্যত]

কালীনাথ। শোনো।

[পুষ্প ফিরে দাঁড়ায়। কালীনাথ একবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে]

নাঃ···যাও।

[পুষ্পর প্রস্থান। কালীনাথ সিগারেট ধরায়]

ভিক্ষে করে খাবো! হোঃ হোঃ হোঃ! [অবজ্ঞার হাসি] ভিক্ষে করে খাবো!···উন্মাদ! উন্মাদ!!

[ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে]

পঞ্চম দৃশ্য

[বিশ্বনাথের শয়নকক্ষ। প্রথম দৃশ্য যে-ঘরে হয়েছে এ দৃশ্যও সেই ঘরেই হবে। সুভদ্রা মেজেতে একটা মাদুরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলচে। শেষ রাত্রি। বিশ্বনাথ সারারাত ঘুমোয়নি, কেবল ওঠবস করেচে। প্রথম দেখা গেল—একবার সে উঠলো, খানিকক্ষণ বসে থাকবার পরই আবার শুয়ে পড়লো। কিন্তু আবার উঠলো। এবার উঠে একটা বিড়ি ধরালো]

বিশ্বনাথ। [স্বগত] ·হুঃ! লোককে চেনা দায়।···কালী শেষটায় আমায় এভাবে ডোবালো!

সুভদ্রা। [শায়িত অবস্থায় হাই তুলে] উঃ-অঃ-অঃ! সারারাত একটুও ঘুমোলে না?

বিশ্বনাথ। ঘুম হলো কৈ।

সুভদ্রা। [উঠে বসে] রাত ভোর হয়ে এলো। এবার একটু চেষ্টা করো।

বিশ্বনাথ। চেষ্টা কি আর কচ্ছিনে—কিন্তু চোখ বুজতেই কপাল দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। কালী আমায় পথে বসালো! বার বার নিষেধ করলাম, কালী এসব করতে যেয়োনা, দুর্নাম হবে। শুনলো না, শুনলো না আমার কথা, জেদ করে করলো কারখানা বন্ধ। ব্যাঙ্কের পুঁজিপাটা দিয়ে যে কারবার কেনা হলো সেই কারবার বন্ধ হলে কখনো ব্যাঙ্ক টেকে! ভূত···ভূত চেপেছে কালীর কাঁধে—তা না হলে এমন দুর্বুদ্ধি হবে কেন!

সুভদ্রা। সত্যি, এত বুদ্ধি রাখে লোকটা—অথচ ব্যাঙ্কটা ফেল পড়লো, আশ্চর্য!

বিশ্বনাথ। আশ্চর্য নয়, আশ্চর্য নয়। বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে ব্যাঙ্ক। সেই বিশ্বাসের বুনিয়াদটা ধসে গেলেই ব্যাঙ্কও ফেল

পড়ে।…উঃ! কালী কি আমায় একভাবে ডোবালো! পরিবারে দিলো একটা কলঙ্কের ছাপ—বৃদ্ধ বয়েসে হলাম বেকার—তার ওপর সারা জীবনের সঞ্চয় ঐ তিন হাজার টাকা…তাও গেলো। শয়তান, শয়তান, এরা শয়তান। আমার মতো কতো লোকের যে সর্বনাশ করেচে তার কি ইয়ত্তা আছে!

সুভদ্রা। বিষয়-আসয় তো ওর আছে, যাবে কোথা। মামলা করে…

বিশ্বনাথ। কিচ্ছু হবে না। হুঁশিয়ার লোক ওরা—পরকে ডোবায়, কিন্তু নিজেরা ডোবে না। বিষয়-আসয় কি আর ওর নামে আছে—সব বেনামা করে রেখেচে।

সুভদ্রা। ছেলে নেই পিলে নেই—কেই বা খাবে! কার জন্যেই বা এতো!

বিশ্বনাথ। নেশা, নেশা—টাকা করা একটা নেশা। দেখনি, এখানে যখন ছিল—খাওয়া ছিল না, নাওয়া ছিল না, ওর ঘুম পর্যন্ত ছিল না—দিনরাত পিশাচের মতন কেবল অর্থোপার্জন করতো। লোকের তো আশার শেষ নেই—একটু যখন বড় হলো, ভাবলো আরো বড় হবে—আর একটু যখন বড় হলো, তখন ভাবলো আরো বড় হতে হবে। এই করে ওরা চায় সব কিছুই গ্রাস করতে—একদিকে ওরা ফুলে ফেঁপে ওঠে—আরেক দিকে আমরা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাই।…অথচ এর কোন প্রতিকার নেই। বলতে যাও, তোমার মুখ বন্ধ করে দেবে—কিছু করতে যাও, তোমায় নিয়ে জেলে পুরবে।

সুভদ্রা। কাজেই কিছু করতে না যাওয়াই ভালো। এই যে কতদিন ধরে তোমাদের কোম্পানীর লোকগুলো বেকার হয়ে বসে আছে—তাতে কারো কিছু লাভ হয়েচে?

বিশ্বনাথ। লাভ? হ্যাঁ, কিছু লাভ হয়েচে বই কি। অন্ততঃ অন্যায়ের কাছে তো তারা মাথা নোয়ায়নি।

সুভদ্রা। নোয়ায়নি—কিন্তু তাদের ছেলেপিলে তো না খেয়ে মরচে।

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ, মরচে। কিন্তু না খেতে পেয়ে মরচে তো আজ প্রায় সবাই। বাঁচবার মতো খাওয়া জুটছে কজনের? মরতে হবে, তোমাকে মরতে হবে, আমাকে মরতে হবে—এভাবে চললে সবাইকে মরতে হবে।···কিন্তু মানুষ কি চিরকালই এ ভাবে কুকুর-বেড়ালের মতো মরবে—বাঁচবার জন্যে সে কোনদিনই লড়াই করবে না?

সুভদ্রা। লড়াই করে তো আরো মরা।

বিশ্বনাথ। হুঁ। আমিও একদিন তাই ভাবতাম। গা বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু দূরে থাকলে কি হবে—আঁচটা যে আজ এসে আমার গায়েও লাগলো।

সুভদ্রা। অদেষ্টে আছে পথে বসা—খণ্ডাবে কে?

বিশ্বনাথ। অদেষ্ট! হুঁ! অদেষ্ট বই কি! দৃষ্টটা ভয়ঙ্কর বলেই আমরা অদেষ্টের মধ্যে মুখ লুকোই; তাই তো এরা সুযোগ পেয়ে যায়—এদের অন্যায় করবার স্পর্দ্ধা বাড়ে।

সুভদ্রা। তুমি আমি কি করতে পারি?

বিশ্বনাথ। পারি পারি, সব পারি। তোমার আমার নাকের ডগা দিয়ে কালী দিনের পর দিন অসংখ্য অপরাধ করে সেরে যায়নি? আমাদের বাড়িতে থেকেই তো কালী কালোবাজারে ফেঁপে উঠলো। কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় লোক যখন অনাহারে মরছিল তখন যে কালী চালের চোরাকারবার চালাচ্ছিলো, আমরা তা জানতাম না? কাপড়ের অভাবে লোক যখন কবর খুঁড়ছিলো—কালী তখন গাঁট গাঁট কাপড় চালানের গল্প তোমার কাছে করেনি? ঘুস দিয়েচে আমাদের—ঘুস দিয়েচে—খিদের মুখে দিয়েচে দু'এক বস্তা চাল—

মুখ বন্ধ করবার জন্যে দিয়েচে দু'এক জোড়া কাপড়। তাতেই আমরা তুষ্ট।···জেনেশুনে আমরা সমস্ত অন্যায়ে প্রশ্রয় দিয়ে গেছি। কেবল তুমি আমি নয়—সেদিন ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, অনেকেই করেচি এই অপরাধ। পাপের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াইনি—যদি দাঁড়াতাম, তবে বোধ হয় দেশের অবস্থা আজ এরকম হতো না।

সুভদ্রা। মনুও তো সে কথাই বলতো।

বিশ্বনাথ। হুঁ! বলতো, ঠিক কথাই বলতো; আমরা তখন ওকে বুঝতে পারিনি।

সুভদ্রা। [আর্দ্র কণ্ঠে] আজ কতদিন হলো ওর মুখখানা দেখিনে। কোথায় খায়, কোথায় শোয়—কি অবস্থায় যে আছে, কে জানে!

[আঁচল চোখ মোছে। বাইরে এসে একটা ট্রাক থামলো; সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। ভীত ও বিস্মিত হয়ে]

কড়া নাড়চে!

বিশ্বনাথ। তাইতো!

[বাইরে আবার কড়া নাড়ার শব্দ ও হাঁক 'কে আছেন, দোর খুলুন'। বিশ্বনাথ তক্তাপোশ থেকে নেমে এগিয়ে যায় এবং জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে আবার ফিরে আসে]

পুলিশ।

[আরতির প্রবেশ]

সুভদ্রা। পুলিশ! কিছু থাকে তো সরিয়ে ফ্যাল্।

[আরতি প্রস্থানোদ্যত]

আর ভাখ্, যেগুলো দরকারী কাগজপত্তর, আমায় এনে দে।

আরতি। তোমায়!

সুভদ্রা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমায়। তুই যা।

আরতি। দাঁড়াও, নিয়ে আসচি।

[আরতির প্রস্থান। বাইরে থেকে—'ঘুম ভাঙ্গলো না? কে আছেন—দোর খুলুন। খুলুন দোর, খুলুন…।' বিশ্বনাথ এগিয়ে যায় দরজা খুলে দিতে। আরতি এক তাড়া কাগজ নিয়ে প্রবেশ করে; সুভদ্রা হাতের ইশারায় তাকে চলে যেতে বলে। আরতি কাগজের তাড়া নিয়ে চলে যায়। সাদা পোষাকে একজন গোয়েন্দা অফিসার, একজন পুলিশ অফিসার ও তিনচারজন সশস্ত্র কনেস্টবল ঘরে ঢোকে। সুভদ্রা মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে দাঁড়ায়]

গোয়েন্দা। আপনার নাম বিশ্বনাথ দত্ত?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ।

গোয়েন্দা। আপনার বাড়ি আমরা সার্চ করবো। এই দেখুন সার্চ ওয়ারেণ্ট। [একটা ওয়ারেণ্ট দেখায়]

বিশ্বনাথ। ও আর দেখে কি করবো; করুন আপনাদের যা ইচ্ছে।

গোয়েন্দা। [পুলিশ অফিসারকে] আপনি অন্যান্য ঘর দেখুন।

[পুলিশ অফিসার গমনোদ্যত হয়]

বিশ্বনাথ। পাশের ঘরে আমার দু' মেয়ে ঘুমোচ্ছে।

গোয়েন্দা। [হেসে] এতক্ষণ নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে নেই। [পুলিশ অফিসারকে] দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান না। আমি ততক্ষণে এদিককার কাজ সারি।

[বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে পুলিশ অফিসার দুজন সশস্ত্র পুলিশসহ ভেতরে যায়; বিশ্বনাথবাবু তাদের অনুসরণ করে]

আপনি যাবেন না, এ ঘরে কাজ আছে। [সুভদ্রাকে] আপনি যান।

[সুভদ্রা সভয়ে স্বামীর দিকে তাকায়]

বিশ্বনাথ। তুমি যাও না, ওরা কি আমায় খেয়ে ফেলবে!

[সুভদ্রা ভেতরে চলে যায়। গোয়েন্দা অফিসার সশস্ত্র পুলিশটিকে ঘর সার্চ করবার ইশারা করে। পুলিশ ঘর সার্চ করতে থাকে]

গোয়েন্দা। দেখুন, কিছু মনে করবেন না। কর্তব্যের দায়ে আমাদের অনেক অপ্রীতিকর কাজ করতে হয়। [কনেস্টবলকে] কিরে, কিছু পাওয়া গেল ?

কনেষ্টবল। না হুজুর।

গোয়েন্দা। কি আর পাওয়া যাবে। ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে খামোকাই এদের অপ্রস্তুত করা।

বিশ্বনাথ। আপনাদের পেশাই তো এই।

গোয়েন্দা। যা বলেচেন।...আচ্ছা দেখুন, আপনার এক ছেলের নাম মনোজিত, না ?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ।

গোয়েন্দা। ট্রাম কোম্পানীতে কাজ করতো ?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ।

গোয়েন্দা। [স্বগত] আশ্চর্য ! একটা বাড়ির নম্বর দিতে দু'দু'বার ভুল ! [বিশ্বনাথকে] আপনার বাড়ি খুঁজে খুঁজে আমরা হায়রান।

বিশ্বনাথ। এ সব ব্যাপারে তো আপনাদের বড় ভুল হয় না।

গোয়েন্দা। হয় মশায়, হয়। তাছাড়া কত নতুন লোক ঢুকেচে। অকারণে মানুষকে Harass করা তো ঠিক নয়—লোক তাতে চটে যায় আর আমাদের গালাগালি করে।

বিশ্বনাথ। দেশের সেবা করতে গেলে একটু ভালমন্দ শুনতে হবে বই কি।

গোয়েন্দা। হুঁ ! বলবেনই তো আপনারা। কিন্তু আমাদের কি বলুন। যখন যিনি প্রভু হবেন তখন তার হুকুম তামিল করবো।

বিশ্বনাথ। কিন্তু একটা কথা আছে না—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

গোয়েন্দা। [একটু রুষ্ট হয়ে] আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিগ্যেস করবার আছে। আশা করি উত্তর পাবো।

বিশ্বনাথ। প্রশ্নের মতো প্রশ্ন হলে নিশ্চয়ই পাবেন।

গোয়েন্দা। আপনার ছেলে মনোজিত কোথা থাকে ?

বিশ্বনাথ। কি করে বলবো !

গোয়েন্দা। বাপ হয়ে ছেলের খবর রাখেন না—এ তো বড় আশ্চর্য !

বিশ্বনাথ। তার খবর আমার চেয়ে আপনাদেরই তো বেশি রাখবার কথা।

গোয়েন্দা। খবর রাখি বই কি—কিন্তু ধরতে পারছিনে যে। সেদিন সন্ধান পেয়ে একটা বস্তিতে হানা দিলাম…

বিশ্বনাথ। এঁ্যা !

গোয়েন্দা। হ্যাঁ, আমরা খবর পেয়েছিলাম সে বস্তিতে আছে ; কিন্তু বস্তিতে আমরা প্রথম ঢুকতেই পারলাম না। ইঁট—চারদিক থেকে ইঁটের বৃষ্টি হতে লাগলো—ইঁট তো নয় যেন বুলেট…

বিশ্বনাথ। ইঁটেই তা হলে আপনারা ঘায়েল ?

গোয়েন্দা। বলবেন না—ওয়ার্কিং ক্লাস বড় Dangerous মশায়। খেপলে ওদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কারখানার মধ্যে যারা মানুষ মেরে গোর দেয়—জ্যান্ত লোককে ধরে যারা চুল্লীতে ছুঁড়ে মারে—তাদের কিছু বিশ্বাস আছে !

বিশ্বনাথ। হুঁ !

গোয়েন্দা। এদের যারা ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা জানে না যে দেশের কতবড় ক্ষতি কচ্ছে। আপনার ছেলে আজ আগুন নিয়ে খেলচে মশায়। সেদিন আমরা তাকে ধরতে পারিনি বটে, কিন্তু তারপরে Force নিয়ে যখন সমস্ত বস্তি চষে ফেললাম—তখন তো আপনার ছেলে তাদের রক্ষা করতে পারলো না—সরে পড়ে নিজের গা বাঁচালো।

বিশ্বনাথ। [শ্লেষ করে] বোকা, তাই আপনাদের হাতে ধরা দেয়নি।

গোয়েন্দা। আজ হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন—কিন্তু এর জন্যে হয়তো একদিন আপনাকে এমন মূল্য দিতে হবে যে…

বিশ্বনাথ। কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নেবেন, এই তো? সেজন্যে আমরা প্রস্তুত।

গোয়েন্দা। প্রস্তুত! হ্যাঁ, চাষী প্রস্তুত, মজদুর প্রস্তুত, আপনারা প্রস্তুত—প্রস্তুত সবাই—একমাত্র অপ্রস্তুত গবর্ণমেণ্ট, না?…Liberal Government—না হলে এসব ঠাণ্ডা করতে আর কতদিন লাগে।

বিশ্বনাথ। হুঁ! সারা দুনিয়াই ঠাণ্ডা হয়ে আসচে।

গোয়েন্দা। আপনার কথাগুলো বড্ড বাঁকা বাঁকা শোনাচ্ছে?

বিশ্বনাথ। আপনি খুব সহজভাবে কথা বলচেন তাই।

গোয়েন্দা। আশা করি একজন সরকারী অফিসারের সঙ্গে যে-ভাবে কথা বলা উচিত সে-ভাবেই কথা বলবেন।

বিশ্বনাথ। অর্থাৎ ভয়ে ভয়ে? কিন্তু একটা কথা আছে না—নেংটের নেই বাটপারের ভয়। মারবেন? মরেই তো আছি। জেলে দেবেন? মন্দ কি…দু'বেলা পেট ভরে তো খেতে পাবো…

গোয়েন্দা। ওঃ! ছেলেটিকে বুদ্ধিমান বলতে হবে। বাপের ওপর যথেষ্ঠ প্রভাব। এক কাজ করুন না…

[পুলিশ অফিসার, সশস্ত্র পুলিশ, আরতি, সুভদ্রা, সত্যজিত, কণিকা ও দীপকের প্রবেশ]

পুলিশ অফিসার। [গোয়েন্দাকে] দেখুন মশায়, কি সব কাগজপত্তর।

[পুস্তিকা ও হ্যাণ্ডবিল দেয়]

গোয়েন্দা। কোথা পেলেন?

পুলিশ অফিসার। [আরতিকে দেখিয়ে] জানালা দিয়ে ইনি ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পেরে উঠেননি।

গোয়েন্দা। [আরতিকে] সত্যি ?

[আরতি নিরুত্তর। কাগজপত্তরগুলো উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে নিয়ে]

এগুলো আপনি কোথা পেলেন ?

আরতি। যেখানেই পেয়ে থাকি—আপনাদের প্রয়োজন থাকে নিয়ে যেতে পারেন।

গোয়েন্দা। প্রয়োজন তো আছেই। [কাগজগুলো একে একে দেখে] নারীমঙ্গল সমিতির চাঁদার বই···ট্রাম শ্রমিকদের প্রতি ধর্মঘটের আহ্বান—মধ্যবিত্ত কোন্ পথে—নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদ···সবগুলোই যে ভালো জিনিস !

আরতি। কিন্তু কোনটাই বে-আইনী নয়।

গোয়েন্দা। না, একটাও নয়—কিন্তু সবগুলোই আপত্তিকর।

বিশ্বনাথ। আপত্তিকর !

গোয়েন্দা। হ্যাঁ, ঐখানেই তো মজা। নারীমঙ্গল সমিতি···ছদ্ম নামে মেয়েদের কমুনিস্ট প্রতিষ্ঠান।

আরতি। মিথ্যে কথা।

গোয়েন্দা। মিথ্যে কিনা সে প্রমাণ আমাদের হাতে আছে।··· তারপর, মধ্যবিত্ত কোন্ পথে।···কেন, কমুনিস্ট পথে ?

পুলিশ অফিসার। গুলীবর্ষণের প্রতিবাদের ভাষাটা দেখুন না।

গোয়েন্দা। কমুনিস্টদের ভাষাই ঐ রকম—মারো-কাটো ছাড়া লিখতেও পারে না, বলতেও পারে না।

আরতি। সব কিছুরই মধ্যে আপনারা কমুনিজম দেখতে পাচ্ছেন—না ?

বিশ্বনাথ। হয় মা, হয়, হাবা রোগে পেলে এ রকম হয়।···দিন বোধ হয় ঘনিয়ে এসেচে—তাই চারদিকেই ভূত !

গোয়েন্দা। উঁ...হুঁ! [আরতিকে] আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হচ্ছে।

সুভদ্রা। আপনাদের সঙ্গে!

গোয়েন্দা। ভয় নেই আপনার—ওঁকে নিরাপদ স্থানেই রাখা হবে।

সুভদ্রা। [স্বামীকে] তুমি যে কোন কথাই বলচো না!

বিশ্বনাথ। [বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে] বলবার কিছু নেই।

সুভদ্রা। [ব্যগ্র কণ্ঠে] তা বলে ওকে জেলে নিয়ে যাবে নাকি!

বিশ্বনাথ। নিলেই বা কি করবে?

সুভদ্রা। দু'খানা কি বাজে ছাপা কাগজের জন্যে ওকে জেলে নিয়ে যাবে!

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নেবে নেবে। প্রতিবাদের শেষ আওয়াজটুকুও এরা স্তব্ধ করে দিতে চায়।

সত্যজিত। এদের কি দোষ বাবা!

পুলিশ অফিসার। বলুন না মশায়। আমাদের কি—আমরা তো হুকুমের চাকর মাত্র।

সত্যজিত। বললে তো আমার কথা কেউ শোনবে না! আগুনে হাত বাড়ালে যে হাত পুড়তে পারে এ বুদ্ধি যদি কারো থাকতো। [গোয়েন্দা অফিসারকে অনুনয়ের সুরে] দেখুন, না বুঝে ভুল করে ফেলেচে—ইচ্ছে করলে আপনারা ওকে...

আরতি। আমি কোন ভুল করিনি, আর যা করেচি বুঝেই করেচি। আমার জন্যে কারো দয়া ভিক্ষে করতে হবে না।

সত্যজিত। [রেগে গিয়ে] বেশ, তোরা যা খুশি কর। আমি ভালোতেও নেই, মন্দতেও নেই।

[প্রস্থান]

দীপক। পুলিশ, আমাদের বাড়ি ঢুকেচ কেন? তোমাদের বন্দুক কেড়ে নেব।

আরতি। [শাসনের সুরে] দীপু!

[দীপক চুপ করে যায়]

গোয়েন্দা। [মৃদু হেসে] হোঃ হোঃ! ছেলে মানুষ! [আরতিকে] আপনি সমরেশ রায়কে চেনেন?

আরতি! কেন বলুন তো?

গোয়েন্দা। বড়লোকের ছেলে, তাকে কেন এসবের মধ্যে টেনেছেন?

কণিকা। কি করেছেন তিনি?

গোয়েন্দা। তিনি কিছু করেননি। আপনাদের পাল্লায় পড়ে…

আরতি। বাজে বকবেন না।

গোয়েন্দা। এক তাড়া বে-আইনী কাগজ যে পাওয়া গেছে তাঁর কাছ থেকে।

আরতি। তাঁর কাছ থেকে! অসম্ভব।

গোয়েন্দা। অনেক কিছুই এরকম অসম্ভব বলে মনে হয়। আপনি তো আর জানতেন না যে, ভুল করে কালী বোসের বাগানবাড়িতে সে কাগজগুলো ফেলে আসবে।

কণিকা। কালী বোসের বাগানবাড়িতে!…মিথ্যে কথা।

গোয়েন্দা। মিথ্যে কথা! আপনি কি করে জানলেন মিথ্যে কথা?

কণিকা। আমি জানি।

গোয়েন্দা। ওঃ! জানেন! আপনিও তা হলে অনেক কিছুই জানেন?

পুলিশ অফিসার। জানে, জানে মশায়, এরা সবাই সব জানে। একটু ঘাটলেই দেখবেন সব বেরিয়ে পড়বে। কতরকম শিকার এসে জোটে এসব পরিবারে—

[আরতি কটমট করে পুলিশ অফিসারের দিকে চায়]

বিশ্বনাথ। ভদ্রবেশে কত ইতরই না থাকে…

পুলিশ অফিসার। বেশি বকবেন না মশায়। এদিকে তো খুব

কমুনিজম কচ্ছেন—ওদিকে আবার টাকাওয়ালা লোকের পেছনে ছুটি মেয়েকে লেলিয়ে দিয়েচেন। রোজগারের ফন্দী এঁটেছেন ভালো…

বিশ্বনাথ। [রাগে ফেটে পড়ে] আ-আ-প্-নি…ম্-মুখ সামলে কথা বলবেন—মনে করবেন না পুলিশ বলে…

পুলিশ অফিসার। [শাসনের সুরে] আঃ! রাখুন, রাখুন, ওরকম ঢের ঢের দেখেচি।

গোয়েন্দা। [পুলিশ অফিসারকে] চুপ করুন, চুপ করুন মশায়, আরম্ভ করলেন কি! [কণিকাকে] তা হলে যে আপনাকেও যেতে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে।

কণিকা। বেশ যাবো। কিন্তু সমরেশ রায় এখন কোথায়?

গোয়েন্দা। হাজতে।

কণিকা। হাজতে!

গোয়েন্দা। হুঁ, এখনো তিনি হাজতেই আছেন। তবে তাঁকে আমরা শীগ্গিরই ছেড়ে দেবো। বড়লোকের ছেলে, একটু চাপ দিতেই সব কথা বেরিয়ে পড়লো। তাঁকে আর বেশিদিন আটকে রেখে কি হবে।

আরতি। কাগজের তাড়া আপনারা পেলেন কি করে?

গোয়েন্দা। প্রশ্নটা অবান্তর।

আরতি। সেটা যে সমরেশবাবুই ফেলে এসেছিলেন তার প্রমাণ?

গোয়েন্দা। সমরেশবাবু নিজেই তা স্বীকার করেচেন।

আরতি। আপনাদের হাতে পড়লে অনেককেই অনেক কিছু স্বীকার করতে হয়—বিশেষ করে আসামীর যদি মনের জোর কম থাকে…

গোয়েন্দা। হুঁ! আপনার মনের জোরটা ভালোই আছে দেখচি। আচ্ছা চলুন।

সুভদ্রা। সত্যি ওদের নিয়ে যাবেন দারোগাবাবু? [চোখে জল]

আরতি। ছিঃ মা, অমন করতে নেই।

সুভদ্রা। বিনা দোষে তোদের এভাবে নিয়ে যাবে ?

আরতি। আশ্চর্য হবার কিছু নেই মা। কত অমূল্য জীবন বিনা বিচারে আজ জেলে পচে মরচে—কি তাদের দোষ? কি তাদের অপরাধ ?

বিশ্বনাথ। অপরাধ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, অপরাধ আছে বৈকি—অপরাধ নিশ্চয়ই আছে। তারা বাইরে থাকলে এরা সুখে রাজত্বি করতে পারে না। তারা কণ্টক, তারা কণ্টক—তাই তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েচে—এদের সুখের পথ থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েচে।··· কিন্তু কতদিন···আর কতদিন···তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

গোয়েন্দা। [দাঁত কড়মড় করে] বটে !

পুলিশ অফিসার। [গোয়েন্দাকে] চলুন, চলুন মশায়, কাজ আছে তো। কি হবে এই পাগলের প্রলাপ শুনে ?

আরতি। দীপু!

[দীপকের হাত ধরে টানে। সে শক্ত হয়ে মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে]

রাগ কচ্ছিস ভাই ? আয়, আয় একবার আমার কাছে।

[দীপক কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালিয়ে যায়]

অভিমান করে পালিয়ে গেল, একদণ্ড আমায় ছেড়ে থাকে না···

গোয়েন্দা। চলুন। বেলা হলেই বাড়ির সামনে এসে লোকজন জড়ো হবে।

[আরতি ও কণিকা বাপ-মাকে প্রণাম করে। বিশ্বনাথবাবু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুভদ্রা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে—তার কণ্ঠ রুদ্ধ]

আরতি। [গোয়েন্দাকে] চলুন।

[আরতি ও কণিকাকে মাঝখানে রেখে পুলিশদল বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে গাড়ীর স্টার্টের শব্দ আসে। বিশ্বনাথবাবু তন্দ্রা-

পোশের ওপর গিয়ে নিঃশব্দে বসে সুভদ্রা মেজেতে বসে কাঁদতে থাকে]

সুভদ্রা। [স্বামীকে] ওগো, তুমি যাও, যাও একবার! আমার সোনা-গয়না যা কিছু আছে—সব দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে আনো।

বিশ্বনাথ। সব দিলেও বোধ হয় ওদের ছাড়বেনা গিন্নী। ক'বার ছাড়াবে—একবার ছাড়িয়ে আনবে, আবার নেবে।

সুভদ্রা। টাকা দিলে তো অনেককে ছাড়ে…

বিশ্বনাথ। হুঁ, ছাড়ে—যারা টাকার কুমীর তাদেরই ছাড়ে।…ছাড়ে বলেই তো আজ কালীর দল নিশ্চিন্তি মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর… আর…নিরাপত্তার নামে তোমার আমার ছেলেমেয়েকে নিয়ে জেলে পুরচে…

সুভদ্রা। তা হলে—তা হলে কি হবে! এ বাড়িতে আমি কেমন করে থাকবো গো! পারবো না, পারবো না, আমি এই শূন্য পুরী পাহারা দিতে পারবো না। আমার সোনার সংসার শ্মশান হয়ে গেল—একেবারে শ্মশান হয়ে গেল… [কান্না]

বিশ্বনাথ। শ্মশান! হুঁ, সারা দেশটাকে এরা শ্মশানই করে তুলেচে। তোমার আমার মতো কত লোকের বুকে জলছে আজ ঠিক এমনি ধূধূ করে চিতার আগুন।…কিন্তু…কিন্তু এই আগুনে কি শুধু আমরাই জ্বলে-পুড়ে মরবো—ওদের কিছুই হবে না? শয়তানের দল শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসবে?…না না, তা হয় না, তা হয় না—ওদের বুকেও জ্বালতে হবে ঠিক এমনি করে আগুন—পুড়িয়ে-গুঁড়িয়ে শেষ করে দিতে হবে।…মরি—মরবো—সে অনেক ভালো—কিন্তু এই অত্যাচার…এই অবিচার…আর সহ্য হয় না—অসহ্য! অসহ্য!! অসহ্য!!!

[সুভদ্রা সামনের দিকে মুখ তুলে তাকায়। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে]

শেষ

যুদ্ধ ও রাজনীতি সম্পর্কে
লেখকের কয়েকখানি বই

যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র (৩য় সং) ৩৲

রণ ও রাষ্ট্র (২য় সং) ৪৲

বর্তমান জাপান (২য় সং) ২৷৹

মহাযুদ্ধে সোভিয়েট (২য় সং)

বিশ্বসংগ্রামের গতি ২৲

মুক্তিসংগ্রামে জনসেনা ৩৷৹

দিগিনবাবুর নাটক সম্পর্কে মতামত

নাট্যকার বৈপ্লবিক শক্তির সমস্ত উত্তাপ ও উত্তেজনা তাঁহার নাটকে ধরিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (রামতনু অধ্যাপক)

হাতের কলমকে তিনি শাসন করেছেন তাঁর র‍্যাশনালিটি দিয়ে, রিয়ালিটির অভিজ্ঞতালব্ধ নিরপেক্ষ মন দিয়ে।

শচীন সেনগুপ্ত (নাট্যকার)

বাস্তব দৃষ্টির দৃঢ়তার পরিচয় আছে। রচনায় আপনার প্রকৃত শক্তির প্রমাণ পাইতেছি চরিত্রগুলির নিখুঁত চিত্রণে।

মোহিতলাল মজুমদার (কবি ও সমালোচক)

Enriches our new theatre movement bringing stage truth closer to the truth of life. He has gathered on the stage an entirely new set of figures, simple, passionate and earnest.

SAROJ ACHARYYA (Marxist writer)

বহুদিবস পরে আমি বাঙ্গলা নাটক "বাস্তুভিটা" দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। আমাদের দেশে এই রকম নাটক যে হইতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না। লেখার ও ভাষার মাধুর্য আমাকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছে।

আলাউদ্দীন খাঁ (সঙ্গীতাচার্য)

I was particularly impressed by the high artistry of the dialogues so natural, so expressive and so beautiful in their restraint. Your dialogues have indeed brought a new and realistic note in our modern dramas—still

suffering from conventionalities and artificialities—of "Stagey" talks.

O. C. GANGOLY (Art critic)

তাঁর নাটকে পাই গ্রাম্য জীবন ও সমাজজীবনের সংঘাতমুখর ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছবি—নিরীহ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়, শোষিত কৃষক ও বঞ্চিত পল্লীবাসীর অর্থাৎ আসল বাংলার প্রকৃত মুক্তিলাভের দুর্জয় সংকল্পের চিত্র।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (সম্পাদক, অগ্রণী)

"বাস্তুভিটা" একটি ক্ষুদ্র নাটিকা···আলোকবর্তিকা ক্ষুদ্র, কিন্তু অনেকখানি অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (নট ও নাট্যকার)

দেশের বর্তমান অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে যে ছবি আপনি এঁকেছেন তা ভাল হয়েছে, অভিনয় করলে জমবে মনে হয়।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

"অন্তরাল" নাটক পড়িয়া আমাদের প্রথমেই মনে হইল যে বাংলা নাট্য সাহিত্যে সত্যই একজন শক্তিশালী নাট্যকার দেখা দিয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা

The author's approach to the problem is historical······ Mr. Banerjee shows abvious promise as a writer of sociological plays.

HINDUSTHAN STANDARD.